ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 24 September, 2023 ■ আগরতলা ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৫ আশ্বিন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আয়ুষ্মান ভারতের পঞ্চম বর্ষ পূর্তি

রাজ্যে ১৩ লাখ ৪০ হাজার সুবিধাভোগী আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা: মানিক সাহা জানিয়েছেন, রাজ্যের প্রায় ১৪ লক্ষ সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত। এখন পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ ৪০ হাজার সুবিধাভোগীদেরকে আয়ুষ্মান কার্ড প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যে প্রায় ২ লক্ষ ৫৪ হাজার সুবিধাভোগী ১৫৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের সুবিধা গ্রহণ করেছেন। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার পঞ্চম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আজ এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী একথা উল্লেখ করেনঊ তিনি জানান, আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় সুবিধাভোগীদের পরিষেবা পাওয়ার জন্য আয়ুষ্মান কার্ড-এর আধার সংযুক্তিকরণ করানো আবশ্যক। যাদের আধার সংযুক্তিকরণ হয়নি তাদের হাসপাতালের হেলপ-ডেস্ক-এ যোগাযোগ করে আয়ুষ্মান কার্ড-এর আধার সংযুক্তিকরণ করিয়ে নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ৯৮.৬৯ শতাংশ পরিবার আয়ুষ্মান কার্ড পেয়েছেন যা জাতীয় গড় থেকে ৩৭ শতাংশ বেশি।

রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় মোট ৮৬ শতাংশ দাবি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনায় রাজ্য ভারত সরকার থেকে চারবার প্রশংসাপত্র পেয়েছে।

আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার অন্তর্ভুক্ত রাজ্যের সমস্ত সুবিধাভোগীদের এই প্রকল্পের পরিষেবা গ্রহণ করার জন্যও মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

জন আরোগ্য যোজনার পঞ্চম বর্ষপূর্তি উদযাপন উপলক্ষে আজ আগরতলা মধ্য প্রতাপগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকার পশ্চিম ত্রিপুরার সহযোগিতায় পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগরতলা জগহরিমুড়া হেলথ এন্ড ওয়েলনেস সেন্টার এর সামনে থেকে জন আরোগ্য যোজনার ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক পদযাত্রা শুরু হয়েছে।

জনগণকে আয়ুষ্মান কার্ড করার জন্য সচেতন করাই হল এই পদযাত্রা উদ্দেশ্য। পদযাত্রাটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পুনরায় হেলথ সেন্টারের সামনে গিয়ে শেষ হয়েছে।

সরকারি অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার শ্রীনাথপুরের পঞ্চায়েত সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। সরকারি অর্থ নয়ছয় করে প্রায় এক বছর পর গ্রেপ্তার হলেন পঞ্চায়েত সচিব। তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে কৈলাশহর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সচিবের বিরুদ্ধে বিগত বছর ২৯ অক্টোবর মামলা করেছিলেন গৌরনগর বিডিও।

কাজ না করে সরকারি প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ দায়ের করা হয়। প্রায় এক বছর পর পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সচিবকে। ঘটনা কৈলাসহরের শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ধৃত পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলীকে ইরানি থানার পুলিশ শনিবার দুপুরে কৈলাসহরের আদালতে প্রেরণ করে।

এই ঘটনা সম্পর্কে ইরানি থানার ওসি জানান, বিগত বছরের অক্টোবর কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের বিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তী ইরানি থানায় লিখিত অভিযোগ জানান, গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৎকালীন পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলী শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ২০১৬-২০১৭ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে কুড়িটি টিউব ওয়েল এবং তেরোটি বাঁশের পেলাসেটিং-এর কাজ না করে ৩৬ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলী লুটেপুটে খেয়ে নেয়।

যা পরবর্তী সময়ে দপ্তরের অডিটে ধরা পড়ে এবং বিডিও পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলীকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করেন। পরবর্তী সময় গৌরনগর ব্লকের বিডিও রামেশ্বর চক্রবর্তী ইরানি থানায় লিখিত মামলা করার পর থেকে পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলী পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। প্রায় এক বছর পর পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলীকে কৈলাসহর থানার অন্তর্ভুক্ত পোল্ট্রি বাজার থেকে গ্রেফতার করে ইরানি থানায় নিয়ে গিয়ে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে।

শনিবার দুপুর দুইটায় ইরানী থানার পুলিশ পঞ্চায়েত সচিব ইয়ামির আলীকে কৈলাসহরের আদালতে তোলা হয়।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একজোটে লড়াই করার বার্তা বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই ময়দানে যত বেশি মানুষকে সমবেত করা যাবে, তত বেশি ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের মঞ্চ থেকে বিজেপিকে হটাবার জন্য লড়াইয়ের বার্তা সাধারণ মানুষের মধ্যে আরও বেশি শক্তি জোগাবে। কারণ মানুষের স্বার্থে রক্ষা করতে গেলে বিজেপিকে সরকার থেকে হটাতে ছাড়া আর কোন পথ নেই।তাই এর জন্য ত্রিপুরায়ও মানুষকে রাস্তায় নামতে হবে। শনিবার আগরতলা টাউন হলে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য কনভেনশনে বক্তব্য রেখে এই কথা বললেন পলিটব্যুরোর সদস্য মানিক সরকার।এদিন বক্তব্য রেখে বলেন, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট বিভাজনের ফলে সরকারে আসতে পেরেছে। নাহলে বিজেপি সরকারে আসতে পারতো না। এবং উপনির্বাচন প্রসঙ্গে মানিক সরকার বলেন ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্র যেদিন থেকে তৈরি হয়েছে সেদিন থেকে সেখানে ভারতীয় মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি জয়ী হয়ে আসছে।কিন্তু এবার সেখানে আঠার হাজার ভোটের অধিক ভোট পেয়ে শাসক দল জয়ী হওয়ার পেছনে মূলত কারণ হলো মানুষকে ভোটে দিতে দেয়নি শাসক দল বিজেপি।

বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই কেন্দ্রে কখনো বামফ্রন্ট জয়ী হতো, কখনো আবার কংগ্রেস জয়ী হতো। কিন্তু এবার জয়ের ব্যবধান অধিক হওয়ার পেছনে মূলত কারণ হলো সেখানে ধনপুরের মত ভোট দিতে দেয়নি বিজেপি। দুটি বিধানসভায় কেন্দ্রে বিজেপি মানুষকে ভোট দিতে না দেওয়ার পেছনে মূলত কারণ হলো ২০২৩ নির্বাচন দিয়ে তারা বুঝতে পারছে মানুষ তাদের বিশ্বাস করছে না। তিনি আরো বলেন বিজেপি ভালো করেই জানতো যদি মানুষকে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে দেওয়া হয় তাহলে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্র যেমন হাতছাড়া হবে তেমনি ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে জবরদস্তি কেড়ে নেওয়া ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রটি পর্যন্ত তাদের হাতছাড়া হবে।

তাই দলের সমস্ত নেতৃত্ব ঝাঁপিয়ে পড়ে এই দুটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন প্রহসনে পরিণত করেছে বলে প্রহসনের অভিযোগ করলেন মানিক সরকার।আয়োজিত কনভেনশনে

সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী বক্তব্য রেখতে গিয়ে আগরতলা পুর নিগমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন। তিনি বলেন আগরতলা পুর নিগম সম্প্রীতি সম্পদ কর কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

যা আগামী দিন রাজ্যের অন্যান্য পুর নিগমে হবে। শুধু শহর এলাকাতেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। নিজ বাড়ি থেকে গৃহবধূ নিখোঁজের ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখে দিয়েছে কদমতলা এলাকা জুড়ে। নিখোঁজ গৃহবধূর নাম রীতা দেব (২৯) স্বামী সজল দেব। পেশায় রাজমিস্ত্রি, বাড়ি উত্তর জেলার কদমতলা থানাধিন সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের টেকনি ১নং ওয়ার্ডে।বর্তমানে পরিবারটি একই গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও স্ত্রীকে না পেয়ে দুই সন্তানকে নিয়ে কদমতলা থানা সহ সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ অসহায় স্বামী।

সজল দেব জানিয়েছেন, গত ১৪-৯-২৩ তারিখে নিজের স্বামীর অনুপস্থিতে দুই সন্তানকে রেখে নিখোঁজ হয়ে যায় স্ত্রী। তিনি বাড়ি এসে এই ঘটনা জানতে পেরে স্ত্রীকে খোঁজতে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডের মেম্বার গোপাল দেবের বাড়ি গিয়ে জানতে পারেন। নিখোঁজ গৃহবধূ গোপাল দেবকে বলে গিয়েছে সে আসামের জোরহাটে নিজের বাপের বাড়িতে চলে যাচ্ছে। এই কথা জানতে পেরে স্বামী শ্বশুর বাড়ির লোকদের সাথে ফোনে যোগাযোগ করে জানতে পারেন স্ত্রী বাবার বাড়ি যায়নি। পরবর্তীতে দুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর গত ১৬-৯-২৩ তারিখে কদমতলা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে মিসিং ডায়েরি করে স্বামী।

স্বামী জানিয়েছে, তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ৪ বছরের। তাদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে এডিসি এলাকায় মথার বন্‌ধের ডাক ৩০ শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। ফের একবার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি জানিয়ে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের এডিসি এলাকাগুলোতে ১২ ঘন্টার বনধ ঘোষণা করল তিপ্রা মথা। ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত চলবে এই বনধ। শনিবার রাজবাড়িতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান মহারাজা প্রদ্যোত কিশোর দেব্বর্মন। পাশাপাশি এদিন নিজের জাতির প্রতি একজোট হয়ে এই বনধ সফল করার আহবান জানান তিনি।

তাঁর কথায় , কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপে রাখতে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এডিসি এলাকা ১২ ঘন্টার বনধের ডাক দিল রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তিপ্রা মথা। সাংবিধানিক দাবি নিয়ে চ্যালেঞ্জ হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে। তাই এই বনধে রাজ্যের জনজাতি অংশের মানুষকে এক সুরে আওয়াজ তোলা দরকার। যাতে দিল্লি পর্যন্ত এই আওয়াজ পৌঁছায়। কারণ চাপে না রাখলে মনে থাকবে না দিল্লির। তাই ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্যান্সার আক্রান্ত মহিলাকে স্বেচ্ছায় চুলদান ৫ বছরের কন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। নারীদের কাছে তাঁর ঘন কেশ রাশি সৌন্দর্যের অন্যতম অংশ। তবে সেই কেশ রাশি হারিয়ে ফেলতে হয় মারণ রোগ ক্যান্সারের কারণে। ক্যান্সার শরীরে থাবা বসালে অনেক রোগীকেই কেমোথেরাপির জন্য হারিয়ে ফেলতে হয় তাঁর সাধের চুল। তাই ক্যান্সার রোগীদের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য এগিয়ে এল পাঁচ বছর বয়সী ছোট কন্যা অনসূয়া ঘোষ। নিজের লম্বা কেশ রাশি কেটে স্বেচ্ছায় দান করলেন ক্যান্সার আক্রান্ত এক মহিলাকে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, নাগপুর ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন ৫০ বয়সী সংঘমিত্রা শালিগ্রাম মানে নামে এক মহিলা ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী। কেমোথেরাপি দেওয়ার কারণে তাঁর মাথার চুল ঝড়ে গেছে। তাঁর পুনরায় মাথার চুল প্রতিস্থাপন করার জন্য আহ্বান রাখলেন তিনি। তখন ব্যাঙ্গালোরের এক প্রকৃতি সামাজিক সংস্থার নজরে আসে বিষয়টি। তখন ওই সংস্থার আগরতলা বড়দোয়ালী নিবাসী অনিমেষ ঘোষের পাঁচ বছর বয়সী ছোট্ট কন্যা অনসূয়া ঘোষের মাথার চুল অনেকটাই বড় বয়সের তুলনায়। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন রোহিঙ্গা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে তিন রোহিঙ্গা নাবালিকাকে আটক করে ১৬৫ নং ব্যাটালিয়ান বিএসএফ।পরবর্তী সময়ে তাঁদের মধুপুর থানায় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, অনুপ্রবেশ করার সময় কোনাবন হরিহর দোলা এলাকা থেকে তাদেরকে আটক করা হয়েছে। তিনজনের মধ্যে একজনের বয়স ১৪ এবং ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের ইলিশ আমদানীর সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের

মনির হোসেন

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৩।। এ বছর দুর্গাপূজা ২১ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। সেই সময়ে বাংলাদেশে ইলিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে, ভারতে আমদানি হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তাই পূজার মধ্যে বাংলাদেশের ইলিশ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাতে পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে গত ১ সেপ্টেম্বর পাঁচ হাজার টন ইলিশের চাহিদা জানিয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায়ী সংগঠন "কলকাতা ফিশ ইমপোর্টারস অ্যাসোসিয়েশন" শহরটিতে বাংলাদেশ উপহাইকমিশনে একটি আবেদন করে। ৪ সেপ্টেম্বর আবেদনটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আসে। ২০২২ সালের মতো এ বছরও অনুমতি দেয় মন্ত্রণালয়।

গত বছর দুর্গাপূজার সময় ২,৯০০ টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। রপ্তানি হয়েছিল ১,৩০০ টন। এ বছর অনুমোদনের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে ৩,২২৫ কেজি ইলিশ মাছ পাঠানো হয়েছে। তবে সমস্যা বেঁধেছে, সময়সীমা নিয়ে। বাংলাদেশে বর্তমানে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা চলছে। এ অবস্থায় ভারতে মাত্র ২২ দিন সময়ের মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ ইলিশ রপ্তানি করতে হবে। আর এতেই আপত্তি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের। তারা সময়সীমা বাড়াতে কলকাতার বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসকে চিঠি পাঠিয়েছেন। এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির বাংলা সংস্করণ।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এ বছর দুর্গাপূজা ২১ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত। সেই সময়ে বাংলাদেশে ইলিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে, ভারতে আমদানি হওয়ার সম্ভাবনাও কম। তাই পূজার মধ্যে বাংলাদেশের ইলিশ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পাতে পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে। মাছ আমদানিকারক এবং পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা দুর্গাপূজার সময় বাংলাদেশের ইলিশ পাবেন ভেবে খুবই আহ্লাদিত হয়েছিলেন। বাংলাদেশে ১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৩৫১ ▫ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ৬ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

মহিলা সংরক্ষণ বিল দ্রুত বাস্তবায়ন দাবি

সংসদে পাশ হইয়াছে মহিলা সংরক্ষণ বিল।এই বিল পাশ হইলেও তাহা বাস্তবায়ন হইতে সময় লাগিবে। জনগণনা এবং আসন পুনর্বিন্যাসের পরই তাহা কার্যকর হইবে। ঐতিহাসিক বিল সংসদে পাশ হওয়ার পর বিজেপি কৃতিত্ব নিতে ময়দানে নামিয়া পড়িয়াছে। শুক্রবার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী মোদি সরকারকে নিশানা করিয়া বলিয়াছেন মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হইলেও তাহা কার্যকর করিতে চায় না কেন্দ্র সরকার। কিন্তু এই বিল ব্যবহার করিয়া অন্য সমস্যাগুলো থেকে নজর ঘুরাইয়া দেওয়া
হইতেছে। রাহুল দাবি করিয়াছেন, কেন্দ্রের সদিচ্ছা থাকিলে মহিলা সংরক্ষণ বাস্তবায়ন সম্ভব। ১০ বছর পর নয়, এখনই বাস্তবায়ন করিতে হইবে। তাঁহার কথায়,‘ আমার ধারণা আজকেই মহিলা সংরক্ষণ বিল কার্যকরী করা সম্ভব। কোনও জটিলতা নাই সেখানে। কিন্তু, কেন্দ্র তাহা করিতে চায় না। বিল পাশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, বাস্তবায়ন হইতে ১০ বছর। আদৌ হইবে কি না তাহাও জানা নাই। এটা আসিলে নজর ঘোরানোর চেষ্টা।’ সংবাদমাধ্যমের এক প্রশ্নের জবাবে রাহুল জানান,‘আমাদের সরকার যে দিন আসিবে, সেদিনই জাতিগত জনগণনা হইবে। ওবিসি, দলিতের সংখ্যা কত জানা যাইবে। তাঁহারাও দেশ চালানোর অংশ হইবেন। একদিন হয়তো হইবে না, কিন্তু, ধাপে ধাপে এটা হইবেই।’মোদি সরকারকে নিশানা করিয়া রাহুল দাবি করিয়াছেন, ‘ওবিসি জনগণনা থেকে নজর ফেরানোর চেষ্টা করিতেছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী বলেন তিনি নাকি ওবিসিদের জন্য অনেক কাজ করেন। তাহা হইলে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার পরবর্তী ভাষণে বলুক কেন ৯০ জন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি আধিকারিকের মধ্যে কেন মাত্র তিনজন ওবিসি?’ রাহুলের অভিযোগ, আদানি ইস্যু এবং জাতিগত জনগণনা ইস্যু দু’টি তুলিলেই বিজেপি লাফালাফি করিতে শুরু করিয়া দেয়। কেন্দ্র আসলে ওবিসিদের হাতে ক্ষমতা দিতে চায় না। বদলে আদানির হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করিতে চায়। অবিলম্বে জাতীয় জনগণনা করিতে হবে। ওয়েনাডের কংগ্রেস সাংসদ বলেন, ‘মহিলা সংরক্ষণ খুবই ভালো। কিন্তু তাহার দুটি ফুটনোট রহিয়াছে- জনগণনা ও আসন পুনর্বিন্যাস। এই দুটি কাজ শেষ হইতে দীর্ঘদিন সময় লাগিবে। কিন্তু সংসদ বা বিধানসভাগুলোতে এখনই মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ করিয়া দেওয়া যায়, সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। কিন্তু এই সরকার সেটা করিতে চায় না। কেউ জানে না কবে এই বিল কার্যকর হইবে।’ এক প্রশ্নের জবাবে জানান, কংগ্রেস সরকার যে সময় মহিলা সংরক্ষণ বিল আনিয়াছিল, সে সময় ওবিসি কোটা না আনায় অনুশোচনা রহিয়াছে তাঁহার।

এদিকে, মহিলা সংরক্ষণ বিল ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি বড় হাতিয়ার করিতে চলিয়াছে, সেটা সংসদে বিল পেশ হওয়ার দিনই বোঝা গিয়াছিল। সংসদের দুই কক্ষে বিল পাশ হওয়ার পরদিনই সেই প্রচারের কাজে নামিয়া পড়িল গেরুয়া শিবির। বহু প্রতীক্ষিত মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়ার পর এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লির দীন দয়াল মার্গের বিজেপি দপ্তরে পৌঁছান। সেখানে মোদিকে ধন্যবাদ জানান বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীরা। মোদি দাবি করেন, এই মহিলা সুরক্ষা বিল পাশ করানোটা তাঁহার জন্য রাজনৈতিক ইস্যু নয়। বরং বিপ্লবের সূচনা। দাবি করিয়াছেন, মহিলা সুরক্ষা বিল বুঝাইয়া দিল সদিচ্ছা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার থাকিলে সব সম্ভব।

নতুন সংসদ ভবন নিয়ে মন্তব্য করে বিপাকে জয়রাম রমেশ, তীব্র সমালোচনা করলেন নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নতুন সংসদ ভবন নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য বিপাকে পড়লেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। জয়রামকে তীব্র আক্রমণও করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। জয়রাম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছিলেন, ’নতুন সংসদ ভবনকে মোদী মাল্টিপ্লেক্স বা মোদী ম্যারিয়ট বলা উচিত।’

এই মন্তব্যের সমালোচনা করে শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে নাড্ডা লিখেছেন, এই মন্তব্য কংগ্রেসের নিম্নমানের মানসিকতার পরিচয়। নাড্ডা আরও লেখেন, দেশের ১৪০ কোটি জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে অপমান করা ছাড়া এটি আর কিছুই নয়। কংগ্রেস যে সংসদ-বিরোধী এমনটা এই প্রথম নয়, ১৯৭৫ সালেও চেষ্টা করেছিল এবং খারাপভাবে ব্যর্থ হয়েছিল।’

তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে একটি ব্যাঙ্কে আগুন

মাদুরাই, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : তামিলনাড়ু জেলার মাদুরাইতে একটি ব্যাঙ্কে আগুন লেগেছে। শনিবার ভোররাতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার একটি শাখায় আগুন লাগে। দমকল বিভাগের কর্মীরা এই তথ্য জানিয়েছেন। দমকল কর্মীদের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।

দমকল বিভাগের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, মাদুরাই পেরিয়ার বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে একটি স্টেট ব্যাঙ্কে শনিবার ভোর ৩টে নাগাদ হঠাৎই আগুন লেগে যায়। রোজকারমত ওই এলাকায় পুলিশ ভোররাতে টহল দিচ্ছিল। হঠাৎই ব্যাঙ্কের ভিতরে আগুন দেখতে পায় কিছু পুলিশ। তারপরই তাঁরা দমকলে খবর দিলে দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পুলিশ আগুন লাগার বিষয়ে একটি মামলা দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শচীন তেন্ডুলকারকে বারাণসী বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা

বারাণসী, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক শচীন তেন্ডুলকারকে শনিবার বারাণসীর বাবতপুর বিমানবন্দরে স্বাগত জানানো হয়। শচীন শনিবার রাজাতলাব গঞ্জারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসেছেন। জনপ্রিয় এই খেলোয়াড়কে দেখতে বিমানবন্দরের বাইরে বহু মানুষ শনিবার সকালে জড়ো হন। গঞ্জারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। শনিবার এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি, সচিব জয় শাহ, সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা, কপিল দেব, গাভাস্কর, দিলীপ ভেঙ্কসরকার, মদনলাল, রবি শাস্ত্রী, গুদাপ্পা বিশ্বনাথ, ক্রীড়ামন্ত্রী গিরিশ চন্দ্র সহ প্রমুখ। বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনি এবং সেক্রেটারি জয় শাহ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে শুক্রবার সন্ধ্যায় শহরে পৌঁছন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে তাঁরা দুজন পুজোও দেন। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর, মন্দির প্রশাসন জয়শাহ এবং রজার বিনিকে প্রসাদের সঙ্গে অঙ্গবস্ত্র এবং রুদ্রাক্ষের পুঁতি উপহার দেয়।

তৃণভোজী এই ডাইনোসর কত বড় ছিল?

জাহিদ হোসাইন খান

এই ডাইনোসরগুলো ছিল মুরগির চেয়ে বড়ছবি: এমিলি উইলফবি কয়েক শ বছর আগে ঈশ্বরী পাটনী লিখেছিলেন, আমার সন্তান যেন থাকে দুধে—ভাতে। কয়েক কোটি বছর আগে কোনো ডাইনোসর তার সন্তানদের জন্য হয়তো বলেছিল, আমার সন্তান যেন থাকে মাংস—-ভাতে। ভাত না খেলেও খুব সাধারণভাবে মনে করা হয় ডাইনোসরদের অনেকেই ছিল মাংসভোজী। মাংসভোজী ডাইনোসরের পাশাপাশি গেল কয়েক দশকে অনেক তৃণভোজী ডাইনোসরের খোঁজ মিলেছে। এমনই এক হাই পসিলোফহোডোনটিড ডাইনোসরের জীবাশ্মের খোঁজ মিলেছে যুক্তরাজ্যের আইল অব ওয়াইটে। এর আগে এই প্রজাতির কোনো ডাইনোসরের ফসিলের খোঁজ মেলেনি বলে নতুন গণ ও প্রজাতির নামকরণ করা হয়েছে। এক শৌখিন জীবাশ্ম সংগ্রাহক এই ডাইনোসরের খোঁজ পান। ডাইনোসর নিয়ে ‘ক্রেটাসিয়াস রিসার্চ’ নামের জার্নালে এক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন প্রজাতির নাম রাখা হয়েছে ‘ভেক্টিড্রমিয়াস ইনসুলারিস’। ভেক্টিড্রমিয়াস শব্দটি নেওয়া হয়েছে রোমান ভিক্টিস শব্দ থেকে। রোমান আমলে আইল অব উইটকে ভিক্টিস নামে ডাকা হতো। আর গ্রিক শব্দ ড্রোমেইয়াস অর্থ হচ্ছে দৌড়বিদ। এই ডাইনোসরগুলো প্রায় সাড়ে ১২ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে পদচারণ করত। সেই সময়কে বিজ্ঞানীরা আর্লি ক্রেটাসিয়াস ইপোক নামে নামকরণ করেছেন। ফসিল থেকে জানা যাচ্ছে, এই ডাইনোসর মুরগির চেয়ে আকারে একটু বড় ছিল। চটপটে প্রকৃতির সেই ডাইনোসরগুলো ছিল তৃণভোজী। এরা এমন এক সময় পৃথিবীতে ছিল যখন টাইরানোসরাস, স্পিনোসরাস ও লাগুয়ানোডনেরা পৃথিবীতে বসবাস করত। ইউনিভার্সিটি অব বাথের জীবাশ্মবিদ নিকোলাস লংরিচ বলেন, ভেক্টিড্রমিয়াস ইনসুলারিস প্রজাতির ডাইনোসর গুলো হাইপসিলোফহোডোন ফক্সি ডায়নোসরের কাছের আত্মীয়। ব্রিটিশ ইতিহাসে ভিক্টোরিয়ান যুগের ফক্সিদের নিয়ে বেশ আলোচনা ছিল। ফক্সিরা প্রথম ডাইনোসর যাদের ফসিল পূর্ণাঙ্গভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

ডাইনোসর আইল জাদুঘরের জীবাশ্মবিদ মার্টিন মুন্ট বলেন, নতুন এই সন্ধান বেশ অনুপ্রেরণার বটে। এ অঞ্চলে আগেও অনেক ডাইনোসরের খোঁজ পাওয়া গেছে, যা নতুন তথ্য দিচ্ছে আমাদের। নতুন প্রজাতির ডাইনোসর থেকে মনে হচ্ছে ইউরোপ অঞ্চলে সেই আমলে আর কোনো তৃণভোজী ডাইনোসর বাস করত না। এ ধরনের ডাইনোসর উত্তর আমেরিকা, এশিয়া ও দক্ষিণ গোলার্ধের ডাইনোসরগুলোর চেয়ে বেশ আলাদা। প্যানজিয়া মহাদেশ ভেঙে যাওয়ার পরে একেক মহাদেশে বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসরের বিকাশ ঘটে। আমরা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি কীভাবে ডাইনোসরগুলো সেই সময় চলাফেরা করত। আর্লি ক্রেটাসিয়াস সময়ের মধ্যে অনেক নতুন ধরনের ডাইনোসর আবির্ভূত হয়। সে সময় পৃথিবী দখল করে রেখেছিল সেরাটোপসিয়ান, স্পিনোসরিডস, কার্চরোডন্টোসোরিডস এবং কোয়েলুরোসররা। সেই সময় প্রথম ফুলের উদ্ভিদ অ্যাঞ্জিওস্পার্মস দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, এ সময়ে আধুনিক পাখি হিসেবে নিওরনিথিসের প্রথম দেখা যায়। কিশোর এক ভেক্টিড্রমিয়াস ইনসুলারিস ডাইনোসরের আংশিক ফসিল থেকে তথ্যাদি বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিখ্যাত বিজ্ঞানী থমাস হেনরি হাক্সলি ফক্সিদের নিয়ে গবেষণা করেন। তিনিই প্রথম পরীক্ষা করে পাখিদের পূর্বপুরুষ এই ডাইনোসরদের দাবি করেন। নতুন যে ডাইনোসর পাওয়া গেল তা ফক্সিদের চেয়েও বেশি পুরোনো ডাইনোসর। এই ডাইনোসরের পশ্চাৎ হাড়ের গঠন বেশ আলাদা।

অমল কুমার রায়চৌধুরী: কসমোলজিচর্চায় বাঙালির পথিকৃৎ অমল কুমার রায়চৌধুরী কসমোলজি বা বিশ্ব সৃষ্টিতত্ত্বের পথিকৃৎ বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের এ শাখার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সমীকরণের নাম তাঁর নামেরায়চৌধুরী সমীকরণ। তাঁর কাজের ওপর ভিত্তি করে স্টিফেন হকিং ও রজার পেনরোজ প্রমাণ করেছেন সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দু। ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ছিল অমল কুমার রায়ের জন্মশতবার্ষিকী। অমর এই বাঙালি বিজ্ঞানীর জীবন ও কর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণশরীফ মাহমুদ ছিদ্দিকী

রায়চৌধুরী উচ্চতর লেখাপড়া ও ডিগ্রির জন্য কখনো বিদেশে যাননি। স্বনামধন্য কোনো অধ্যাপকের অধীনেও গবেষণা করেননি তিনি। যা কাজ করেছেন, দেশে বসে নিজে নিজেই করেছেন।

অমল কুমার রায়চৌধুরী বাংলাদেশের বিজ্ঞানী। উঁচু মানের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী তিনি। আপেক্ষিকতাভিত্তিক সৃষ্টিতত্ত্বে মৌলিক অবদান রেখেছেন। সৃষ্টিতত্ত্বে তাঁর নামে একটি গাণিতিক সমীকরণও রয়েছে। এটি ‘রায়চৌধুরী সমীকরণ’ নামে সুপরিচিত। এটি একজন বিজ্ঞানীর কত বড় সাফল্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একজন মানুষের কাজের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত হয়ে গেলে বোঝা যায় মানুষটি কোন মাপের!

রায়চৌধুরী বাংলার ছেলে। ১৯২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর বরিশাল শহরে তাঁর জন্ম। মৃত্যুবরণ করেন ২০০৫ সালের ১৮ জুন কলকাতায়। তাঁর পিতা ছিলেন কলকাতার একটি স্কুলের গণিতের শিক্ষক। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। স্কুলজীবন শেষে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে ভর্তি হন। রায়চৌধুরীর ইচ্ছা ছিল গণিত নিয়ে পড়াশোনা করার। কিন্তু বাবার ইচ্ছায় পদার্থবিজ্ঞান পড়েন। গণিত না পড়ার পেছনের কারণ, তাঁর বাবা ততালীন গণিতে প্রথম শ্রেণির এমএসসি ডিগ্রি নিয়েও সারা জীবন একটি স্কুলে গণিতের শিক্ষকতা করে কাটিয়ে দিয়েছেন। রায়চৌধুরীর বাবা চাননি ছেলেও তাঁর মতো হোক।

রায়চৌধুরী উচ্চতর লেখাপড়া ও ডিগ্রির জন্য কখনো বিদেশে যাননি। স্বনামধন্য কোনো অধ্যাপকের অধীনেও গবেষণা করেননি তিনি। যা কাজ করেছেন, দেশে বসে নিজে নিজেই করেছেন। যেমনটি আমরা দেখেছি আরেক প্রখ্যাত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ক্ষেত্রে। রায়চৌধুরী তাঁরই উত্তরসূরি।

রায়চৌধুরী দুই বছর কলকাতার স্যার আশুতোষ কলেজে শিক্ষকতা করেন। পরে ১৯৫২ সালে আবারও আইএসিএসে স্থায়ীভাবে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে রায়চৌধুরী পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্সে (আইএসিএস) যোগ দেন গবেষণা ফেলো হিসেবে। তখনকার দিনে ‘আইএসিএস’ বিজ্ঞানচর্চার একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ বলে গণ্য হতো। লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির আদলে ভারতবর্ষে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন থেকেই ১৮৭৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। সেখানে বসে নোবেলজয়ী ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (সি ভি রামন) কাজ করেছেন। রায়চৌধুরী ওই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর কর্তৃপক্ষ তাঁকে পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের ওপর কাজ করতে বলে। ফলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়। তাঁর আগ্রহ ছিল তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে। বিশেষ করে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল ঝোঁক। সে সময় আইনস্টাইনের তত্ত্ব বিজ্ঞানজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীর মধ্যে গুটিকয় কেবল তা বুঝতে পারতেন। কারণ, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে আইনস্টাইন যে জটিল গণিত ব্যবহার করেন, তা সবার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। প্রবীণ অধ্যাপকেরা তাই এটা নিয়ে কাজ করতে তরুণদের নিরুৎসাহিত করেন। এ রকম দোটানার মধ্যে পড়ে ‘আইএসিএস’-এ চার বছর পার করেন তিনি। অথচ এ সময়ই ছিল তাঁর গবেষকজীবন গঠনের উপযুক্ত সময়। তবে রায়চৌধুরীও নাছোড়বান্দা! নিজের কাজের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। এ সময় তিনি নিরুৎসাহিত না হয়ে বরং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ নিজে নিজে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব শিখে ফেলেন। সেই সঙ্গে শেখেন ওই তত্ত্ব বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় গণিত। আর এই নিজ থেকে শেখাটাই তাঁর পরবর্তী জীবনের কাজের ভিত রচনা করে।

রায়চৌধুরী দুই বছর কলকাতার স্যার আশুতোষ কলেজে শিক্ষকতা করেন। পরে ১৯৫২ সালে আবারও আইএসিএসে স্থায়ীভাবে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। আবারও কর্তৃপক্ষ সেই পুরোনো কাহিনি শোনায়! প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও বিভাগীয় প্রধান তাঁকে ডেকে নিয়ে পরিষ্কার বলে দেন, কোনো প্রকার তত্ত্বীয় গবেষণা করা যাবে না। পরীক্ষামূলক কাজ করতে হবে। কী কাজ করতে হবে, তা-ও তাঁরা ঠিক করে দেন। দেখা গেল, তাঁকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে, সেটি তাঁর মনের বিরুদ্ধের কাজ। এরপরও শুধু চাকরি বাঁচিয়ে রাখার জন্য ওই সময় তিনি দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এত সব বাধাবিঘ্নের মধ্যেও তিনি ১৯৫৩ সালে সেই বিখ্যাত গবেষণাপত্র রচনা করতে সক্ষম হন। অথচ অন্য কেউ হলে চাপিয়ে দেওয়া কাজ সম্পাদনের আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কিন্তু রায়চৌধুরী তা করেননি। এখানেই তিনি ব্যতিক্রম। ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তখন তিনি দেশ-বিদেশে সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক কর্মবীর। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ যখন পশ্চিমা বিশ্বে আলোচিত হচ্ছিল, তখন নিজ দেশের বিজ্ঞানীদের চোখ খুলতে লাগল। বিশেষ করে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী প্যাসকেল জর্ডান ও অটো হিকম্যানের মতো বিজ্ঞানীরা তাঁর কাজের প্রশংসা করেন। তাই তিনি ডক্টরেট অব সায়েন্স (ডিএসসি) ডিগ্রির জন্য গবেষণামূলক প্রবন্ধ জমা দেন। তাঁর সেই প্রবন্ধ মূল্যায়নের জন্য আরেক বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী জন হুইলারকে মনোনীত করা হয়। জন হুইলার এমন এক বিজ্ঞানী, যাঁর নামে কণাবাদী সৃষ্টিতত্ত্বে একটি সমীকরণ রয়েছে। আজ এটি বিখ্যাত ‘হুইলার-ডিউইট সমীকরণ’ নামে পরিচিত। সেই বিখ্যাত জন হুইলার রায়চৌধুরীর গবেষণামূলক প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করার পর ১৯৬০ সালে তিনি ডিএসসি ডিগ্রি লাভ করেন।

অবশেষে সব জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে রায়চৌধুরী ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। তখন তিনি দেশ- বিদেশে সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক কর্মবীর। বিজ্ঞানজগতের একনিষ্ঠ সাধক হিসেবে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় তিন দশক শিক্ষকতার পাশাপাশি গবেষণা করে গেছেন।

পরে এই রায়চৌধুরী সমীকরণ ব্যবহার করেই স্টিফেন হকিং ও রজার পেনরোজদুজন মিলে ‘মহাবিস্ফোরণ সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্য’ প্রমাণ করেন, যা আজ ‘হকিং-পেনরোজ সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্য’ নামে বিখ্যাত।

রায়চৌধুরী অর্ধশতাধিক গবেষণাপত্রসহ ছয়টি উঁচু মানের গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গবেষণাপত্রগুলোর বেশির ভাগই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নাল ফিজিক্যাল রিভিউয়ে প্রকাশিত হয়েছে। আইনস্টাইনের মৃত্যুর বছর, অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর সেই যুগান্তকারী গবেষণাপত্র। আর আইনস্টাইনের জন্মশতবর্ষে, অর্থাৎ ১৯৭৯ সালে ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর সেই বিখ্যাত গ্রন্থথিওরিটিক্যাল কসমোলজি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার পর ১৯৬৪ সালে বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী চার্লস মাইজনারের আমন্ত্রণে এক বছরের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি সায়েন্টিফিক হিরো, অর্থাৎ একটি গাণিতিক সমীকরণের স্রষ্টা। সেখানে রায়চৌধুরীর সঙ্গে অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলামের প্রথম পরিচয় হয়। পরে অধ্যাপক ইসলাম তাঁকে বাসায় নিয়ে যান। অধ্যাপক ইসলাম সে সময় (১৯৬৩-৬৫) যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিভাগে পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বিজ্ঞানচর্চায় বাঙালিরা পিছিয়ে থাকলেও যে কয়জন বাঙালি বিজ্ঞানী বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। জে ভি নারলিকারের বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান ‘ইন্টারইউনিভার্সিটি সেন্টার ফর অ্যাস্ট্রোনমি অ্যান্ড অ্যাস্ট্রোফিজিকস’- এর আজীবন ‘অনারারি ফেলো’ ছিলেন অমল কুমার রায়চৌধুরী। এস চন্দ্রশেখর, ডব্লিউ এ ফাউলার, এ হিউয়িস, এফ হয়েল, ডি এস কোঠারী, এ সালাম প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে নিয়ে গঠিত অনারারি ফেলোদের তালিকায় নারলিকার তাঁকে স্থান দিয়েছেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, রতনে রতন চেনে। নারলিকার ঠিকই বাংলার রত্ন রায়চৌধুরীকে চিনেছিলেন এবং যোগ্যতম স্থানেই তাঁকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, ‘রায়চৌধুরী সমীকরণ সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান।’ আর অধ্যাপক জামাল নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বিবর্তনে রায়চৌধুরী সমীকরণ একটি মাইলফলক।’ রায়চৌধুরী সমীকরণ বিজ্ঞানচর্চায় বাঙালিরা পিছিয়ে থাকলেও যে কয়জন বাঙালি বিজ্ঞানী বিশ্বদরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের মধ্যে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করতে হয়। এঁরা বিজ্ঞানজগতের একেকটি স্তম্ভ। এ রকমই আরেকটি স্তম্ভ বরিশালের, তথা বাংলার কৃতী সন্তান আমাদের অমল কুমার রায়চৌধুরী। যাঁকে ‘বাংলার আইনস্টাইন’ বললেও খুব একটা ভুল হবে না তাঁর সৃষ্ট বিখ্যাত রায়চৌধুরী সমীকরণের জন্য। এই রায়চৌধুরী সমীকরণই ছিল হকিং-পেনরোজের হাতিয়ার, যা ব্যবহার করে তাঁরা বিখ্যাত ‘সিঙ্গুলারিটি উপপাদ্য’ প্রমাণ করতে সক্ষম হন। এ বাংলায় জন্মগ্রহণ করেও যে আইনস্টাইন, হকিং ও পেনরোজের সমপর্যায়ের কাজ করা যায়, রায়চৌধুরী তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সৃষ্টিতত্ত্বচর্চায় আইনস্টাইন, হকিং ও পেনরোজের নামের সঙ্গে বাংলার রায়চৌধুরীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যেভাবে বদলে যায় বাস্তবতা

উচ্ছ্বাস তৌসিফ

গতসংখ্যার পর।। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন মহসিন শারমিন। তাঁর চেনা জগৎটা বদলে যাচ্ছে। অথবা তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কেন? এমন হচ্ছে কেন?

তিন

রাত তিনটার দিকে তাঁর মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বন্ধু নাজিম উদ্দিনকে ফোন দিলেন মহসিন শারমিন। কিছুটা ধাতস্থ হয়েছেন তিনি। বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন। নিশ্চয়ই হ্যালুসিনেশন হচ্ছে তাঁর।

চীনা যে বিজ্ঞানী তাঁকে তথ্যগুলো দিয়েছিলেন, তাঁর নাম ঝাও শি বো। ঝাওয়ের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। ঝাও বলেছেন, যেসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সিমুলেশন চালাচ্ছেন শারমিন, সেসব তথ্য তাঁরা দেননি। একটি ভরশূন্য কণার কথা তাঁরা বলেছিলেন রিপোর্টে। নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে মহসিন শারমিনের। এ কথা শোনার পর তাঁর স্নায়ু শান্ত হয়ে গেছে আচমকাই। এতক্ষণ তিনি বুঝতে পারছিলেন না কী করা উচিত। এখন বুঝতে পারছেন। নাজিম ফোন ধরে বললেন, ‘কী রে, এত রাতে! সব ঠিক আছে?’ সামান্য হাসার চেষ্টা করলেন শারমিন। ‘ঠিক আছে। তোর বউ কি ঘুমে? একটু কথা বলব, পাশের রুমে যাবি?’ নাজিম জবাবে বললেন, ‘বউ বাপের বাড়ি ঘুরতে গেছে। আমি আপাতত ব্যাচেলর। বই পড়ছিলাম। বলে ফেল।’

সব খুলে বললেন শারমিন। নাজিম জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ রকম কি আগে কখনো হয়েছে?’ ‘না।’ ‘আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলে ডেটা চেক করেছিস?’ ‘তা করিনি। কিন্তু গডফাদার যে বদলে গেছেআমি নিশ্চিত, ভুল দেখতে পাচ্ছি বা স্মৃতিভ্রংশ’ ‘হ্যাঁ, সেটা ঠিক বলেছিস। আমার কাছেও তো একটা কপি আছে। দাঁড়া দেখি’ ‘কেন, তুই তো পড়েছিস। বললিই তো, সনির মারা যাওয়ার কথা। আর গডফাদারের’ ফোনের ওপাশ থেকে নাজিমকে আঁতকে উঠতে শুনে থেমে গেলেন শারমিন। ‘কিন্তু আমার বইটাতেও তো এটাই লেখা। মাইকেল মারা গেছে’ শারমিন থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ম্যান্ডেলা ইফেক্ট?’ কিছু বললেন না নাজিম। তিনি বুঝতে পারছেন, কিসের কথা বলছে শারমিন। ম্যাস হ্যালুসিনেশনের একটা ধরন এই ম্যান্ডেলা ইফেক্ট। ২০১০ সালের ঘটনা। ফিওনা ব্রুম নামের এক ভদ্রমহিলা অনলাইনে প্রথম বিষয়টি তুলে ধরেন। এক গবেষণার কাজে তিনি অনেক মানুষের সঙ্গে কথা বলেন নেলসন ম্যান্ডেলাকে নিয়ে। সে সময় বেশির ভাগ মানুষ দাবি করে, ১৯৯৩ সালে নেলসন ম্যান্ডেলা মারা গেছেন। অথচ ম্যান্ডেলা তখনো বেঁচে। তিনি মারা যান ২০১৩ সালে। প্রায় লাখো মানুষের এ রকম ভুল স্মৃতি বা ফলস মেমোরির ঘটনার নাম দেওয়া হয় ম্যান্ডেলা ইফেক্ট। তাঁদেরও কি এ রকম হচ্ছে? নাজিম ধীর গলায় বললেন, ‘একটা ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। সকালে উঠে দেখিস। আমি আরও কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে দেখি। ঘটনাটা বোঝা দরকার।’ ‘ঠিক আছে,’ ফোন নামিয়ে রাখলেন শারমিন। কিন্তু ততক্ষণে তাঁর মাথায় ভিন্ন এক চিন্তা পাকিয়ে উঠতে শুরু করেছে।

চার

কম্পিউটার স্ক্রিনে সিমুলেশনটা প্রস্তুত। মাউসে ক্লিক করে ওটা চালু করে দিলেন মহসিন শারমিন। স্ক্রিনে দেখা গেল প্রচণ্ড সুপারনোভা। বিস্ফোরিত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তিনি দেখলেন, একসঙ্গে কোটি কোটি ভাচ্যুয়াল কণা তৈরি হলো সুপারনোভার কিনারার দিকে। পরমুহূর্তেই আবার ধ্বংস হয়ে গেল সংঘর্ষে। কণাগুলোর ভর, বেগ, চার্জ ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনের কোণে। সব কটি কণার ভর দেখাচ্ছে অতিসামান্য, ঠিক ওই কণাটির ভরের সমান। সিমুলেশনে ভুল? নাকি তিনি ঠিক দেখছেন? ঠিক এ সময় এই ভাচ্যুয়াল কণাদের একটি সাধারণ পজিট্রনের ধাক্কায় একদিকে সরে গেল। পজিট্রনটি ইলেকট্রনের সঙ্গে সংঘর্ষে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু কোনো কারণে বিচ্যুত হয়ে গেছে গতিপথ থেকে। সে কারণে আরও কিছু কণার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা গেল। তিনি দেখলেন, অদ্ভুত অতিসামান্য ভরের উচ্চশক্তির কণাগুলো কম্পিউটার সিমুলেশনে ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে এটাই কি হয়েছে? যে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রায় শূন্যের কাছাকাছি, সেটাই ঘটেছে? অসহায় বোধ করলেন মহসিন শারমিন। মহাবিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য তিনি এ মুহূর্তে জানেন। কিন্তু আর কেউ এটা জানে না। তিনি বুঝতে পারলেন, চাইলেও কাউকে এ কথা জানিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।

প্রতিটি গ্যালাক্সি, নক্ষত্র ও গ্রহের কিনারার দিকের কিছুটা অঞ্চলকে বিজ্ঞানীরা বলেন ডার্ক ম্যাটার হ্যালো। এই অঞ্চলগুলোতে ডার্ক ম্যাটার থাকে বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। কিন্তু ডার্ক ম্যাটার আসলে ভাচ্যুয়াল কণা। প্রতি মুহূর্তে যে পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার তৈরি হয়, তার ঠিক পরমুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায় সেগুলো। তৈরি হয় একই পরিমাণ ডার্ক ম্যাটার কণা। এই কণাগুলোর ভর এমনিতে অতিসামান্য। কিন্তু একসঙ্গে কোটি কোটি ভাচ্যুয়াল কণা তৈরি হওয়ায়, তাদের মোট ভর হয়ে যায় অনেক। আবার এরা যেহেতু জন্মের পরমুহূর্তেই ধ্বংস হয়ে যায়, তাই কারও সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করার সুযোগ হয় না এদের। কিন্তু এদের সামান্য ভর আছে। তার মানে, হিগসক্ষেত্রের সঙ্গে এরা মিথস্ক্রিয়া করে বা করতে পারে। কথা হলো, হিগসক্ষেত্রের সঙ্গে যদি এরা মিথস্ক্রিয়া করেই, তাহলে আলো বা আর কিছুর সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে না কেন? যদি করত, তবে তো এদের শনাক্ত করা যেত আরও সহজে। কিংবা হয়তো এদের কখনো না কখনো কোনো না কোনো বিজ্ঞানী শনাক্ত করেছেন, কিন্তু সে কথা কাউকে বলে যেতে পারেননি। হয়তো মহাবিশ্বটা আসলেই স্ট্রিং দিয়ে তৈরি। স্ট্রিংগুলোকে আমরা বিভিন্ন কণা হিসেবে দেখি তাদের কম্পনের ভিন্নতার কারণে। হয়তো ডার্কম্যাটার কণার সঙ্গে কোনো কণার মিথস্ক্রিয়া ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সেটা বদলে যায়। হয়তো এর প্রভাব পড়ে পৃথিবীর অন্য অনেক কিছুতে। বাটারফ্লাই ইফেক্ট। সে কারণেই বদলে যেতে থাকে বিভিন্ন ঘটনা। বদলে যায় ইতিহাস।

আবারও সিমুলেশনটি প্লে করলেন মহসিন শারমিন। হতভম্ব চোখে তিনি দেখলেন, সুপারনোভার ঠিক কেন্দ্রে প্রচণ্ড বিস্ফোরণটা হলো। ভাচ্যুয়াল কণাদের জন্ম-মৃত্যু হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়মে। স্ক্রিনের কোনায় নিট ভর দেখা যাচ্ছে শূন্য! একদল ভরশূন্য কণা ছুটে আসছে পৃথিবীর দিকে মাথা ঘোরাচ্ছে খুব। চোখ অন্ধকার হয়ে আসছে। মহসিন শারমিনের মাথাটা ঢলে পড়ল চেয়ারের হেডরেস্টে।

পাঁচ

মার্ক ক্রুজ একজন কম্পিউটেশনাল অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী হলেও তাঁর কাজ মূলত বিভিন্ন তথ্য থেকে কম্পিউটারে সিমুলেশন নির্মাণ করা। এমআইটির কেভিল ইনস্টিটিউটে কাজ করেন তিনি। গতকাল রাতে ঘুমটা কেমন ছাড়া ছাড়া হয়েছে তাঁর। কম্পিউটারটা ওপেন করে দিয়ে কফি মেকারের দিকে পা বাড়ালেন তিনি। কড়া করে এক কাপ ক্যাপাচিনো খাওয়া প্রয়োজন। কফি নিয়ে এসে কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে তিনি চমকে গেলেন। সার্ভারে ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরের একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণের সিমুলেশন চলছে। এ জিনিস কোত্থেকে এল? এটা তো তিনি ডিজাইন করেননি! নাজিম উদ্দিনের ঘুম ভাঙল মুঠোফোনের অ্যালার্মে। ঘুম ভেঙে তিনি দেখলেন, বুকের ওপর মারিও পুজোর গডফাদার বইটি পড়ে আছে। গডফাদার বক্তব্য দিচ্ছেন। সনি কর্লিয়নি মারা গেছেন। এলোমেলো হয়ে গেছে কর্লিয়নি পরিবারের রাজত্ব। মাইকেল কর্লিয়নি পালিয়ে গেছে। গডফাদার বলছেন তাঁকে ফিরিয়ে আনার কথা।

ঝাও শি বো নিজের হাতের রিপোর্টটা এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। ২ দশমিক ৪ আলোকবর্ষ দূরের একটি সুপারনোভা বিস্ফোরণ নিয়ে তাঁরা খুব উত্তেজিত ছিলেন। ভেবেছিলেন, এ থেকে দারুণ কিছু পাওয়া যেতে পারে। অন্তত ভারী বা স্টেরাইল নিউট্রোনি পাওয়ার আশা ছিল। লাভ হয়নি। পাওয়া যায়নি নতুন কিছু। সাভারের বলিভদ্রে অবস্থিত একটি গবেষণাগার। ‘সুপ্তরাগ’ নামের বীজটি বাজারে ছাড়া হবে শিগগিরই। এ নিয়ে সবাই খুব উত্তেজিত। দেশের মানুষের খাদ্যাভাব মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এটি। জৈব রসায়ন, আবহাওয়াবিদ থেকে শুরু করে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারের গবেষকেরাও আজ এ নিয়েই ভাবছেন। একটু পর বীজটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন অনুষ্ঠান হবে গবেষণাগারের ভেতরে। বাইরের মানুষকে জানানোর আগে নিজেদের আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর জন্যই এ আয়োজন। জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান গবেষণাগারের তিন গবেষক একসঙ্গে গল্প করতে করতে পা বাড়ালেন অ্যাগ্রিডেমোনেস্ট্রেশন রুমের দিকে। তাঁদের হাতে একটি প্রস্তাবনা। চারজন গবেষকের কাজ করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু এত দিনেও চতুর্থ কাউকে পাওয়া যায়নি। গত সপ্তাহে তাঁরা একজনকে পেয়েছেন। রওশন আরা নামের এই নারী সদ্য অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি সম্পন্ন করে দেশে ফিরেছেন। এ গবেষণাগারে কোনো নারী গবেষক নেই। তাঁরা তাই তাঁকে দলে নিতে আগ্রহী। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশের নারী গবেষকএটা তাঁদের জন্য ভালো। নারী গবেষক থাকলে ফান্ডিং পেতেও সুবিধা হয়। আর মানুষটি যোগ্যও বটে। ভারী নিউট্রিনো এবং ডার্ক ম্যাটার নিয়ে তিনি বেশ কিছু কাজ করেছেন। কম্পিউটেশনাল অ্যাস্ট্রোফিজিকসে তাঁর পিএইচডি গবেষণা অনেকেরই নজর কেড়েছে। এতে এমআইটির একদল গবেষকের সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি ওয়ার্মহোলের একটি কৃত্রিম সিমুলেশন বানিয়েছেন। আশা করা হচ্ছে, এ থেকে ওয়ার্মহোলের প্রকৃতি নিয়ে অনেক কিছু জানা যাবে। এ রকম একজনকে এখনই দলে ভেড়াতে না পারলে বিদেশি কোনো গবেষণাগার নিয়ে নেবে নিঃসন্দেহে। আজকের অনুষ্ঠানে এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান আসবেন। তাঁরা তাঁকে এই প্রস্তাব দেবেন। তিনি সম্মতি দিলেই শুরু হবে নিয়োগপ্রক্রিয়া। গোপন এসব কাজে নিয়োগ দিতে নানা রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয় প্রত্যেককে। আশা করা যায়, রওশন আরা সেগুলোতে পাস করবেন। তাঁরা এই গবেষকের সঙ্গে কথা বলেছেন দুই দফা। খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বুদ্ধিমান। তাঁদের ইঙ্গিতটা সম্ভবত ধরতে পেরেছেন। সে জন্যই তাঁরা আশাবাদী। *সমাপ্ত*

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

পড়ুয়ার মৃত্যুর প্রায় দেড় মাস পার, যাদবপুরে এল সিসি ক্যামেরা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স) ।যাদবপুরে পড়ুয়া মৃত্যুর ইতিমধ্যেই কেটে গিয়েছে প্রায় দেড় মাস। একের পর এক অভিযোগ ওঠার পর উঠে এসেছিল সিসি ক্যামেরা বসানোর প্রসঙ্গ। কিন্তু বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। বাধ সেধেছিল মত পার্থক্য। তবে বিস্তর তর্ক-বিতর্কের পর অবশেষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এল সিসি ক্যামেরা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৯ টি সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে আপাতত শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটেই বসানো হচ্ছে সিসি ক্যামেরা। এর মধ্যে আছে ৬টি অত্যাধুনিক এএনপিআর ক্যামেরাও।

এএনপিআর ক্যামেরায় যে কোনও গাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকলে তার নম্বর প্লেটের ছবি উঠবে। এছাড়া ২১টি হাইএন্ড বুলেট ক্যামেরাও বসানো হচ্ছে। সিসিটিভি মনিটরিং-এর জন্য তৈরি হয়েছে সার্ভার রুমও।

ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে তদন্তে সামিল হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কমিটি ।গত এক মাসে এত কিছুর পরেও কয়েক বিষয়ে ওঠে বিতর্কের ঝড়। ফের সামনে আসে সেই নিরাপত্তার বিষয়টিই। একাধিকবার সামনে আসে যাদবপুর ক্যাম্পাসে ঢিলেঢালা নিরাপত্তা ও নজরদারির অভাবের ছবিটাই। সম্প্রতি ক্যাম্পাসে দেখা যায়, ২০-২২ পুরুষ ও মহিলা সেনার আদলে পোশাক পরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় অরবিন্দ ভবনের সামনে। তারা কারা সেই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। কীভাবেই বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারলেন? কেন গেটে আটকাল হল না? পরে জানা যায়, এরা সকলেই এশিয়ান হিউম্যান রাইটস সোসাইটি নামে এক বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি। সংস্থার তরফে দাবি করা হয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে তাঁরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এবার সেনার পোশাক পরে ক্যাম্পাসে ঢোকা বিতর্কে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তী উপাচার্যকে নোটিস দিল পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে, সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ও বেশকিছু নথি। পাশাপাশি তলব করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন অফ স্টুডেন্টসকে।

ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যকে বিঁধল বিজেপির

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)।'আমাদের রাজ্যে সমাজবিরোধীরা যেমন ভয়মুক্ত হয়ে গেছে যে, পুলিশ তাদের কিছু করতে পারবে না, সেরকমই মশারাও ভয়মুক্ত হয়ে গেছে যে, এই সরকার বা পুরনিগম তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তারাও নির্ভয়ে বিচরণ করছে।'

সেন্টার ফর ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্টোল প্রোগ্রামের ওয়েবসাইয়ের তথ্য সামনে আসতেই ডেঙ্গি নিয়ে শনিবার প্রচারমাধ্যমে রাজ্যকে বিঁধলেন বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য। পাল্টা উত্তর দিয়েছে তৃণমূলও।

রাজ্যকে একহাত নিয়ে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'ডেঙ্গি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কোথাও কোনও তৎপরতা নেই। ডেঙ্গি রোধ করার জন্য পুরনিগমের যে ভূমিকা থাকা উচিত, জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য যে কর্মসূচি নেওয়া উচিত এবং কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত সেটা একবিন্দু মানে না। সেটা দিয়ে কোনও কাজ হচ্ছে না। আমাদের রাজ্যে সমাজবিরোধীরা যেমন ভয়মুক্ত হয়ে গেছে, যে পুলিশ তাদের কিছু করতে পারবে না, সেরকমই মশারাও ভয়মুক্ত হয়ে গেছে যে এই সরকার বা পুরনিগম তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। তারাও নির্ভয়ে বিচরণ করছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে, এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন জেলা হাসপাতাল কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে।

বিভিন্ন জায়গায় তারা প্রেসক্রিপশনে উল্লেখ করছে, সেখানে ডেঙ্গি শব্দ নেই। কোথাও বলছে, অজানা জ্বর, কোথাও বলছে পাহাড়ি জ্বর। মুর্শিদাবাদ জেলা, মালদা জেলায় এধরনের ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এখানেও ডেঙ্গি প্রতিরোধ করার যে পরিকাঠামোর প্রয়োজন আছে, সরকারকে যতটা তৎপর হতে হয়, মুখ্যমন্ত্রী-স্বাস্থ্যমন্ত্রীর যতটা মধ্যস্থতার প্রয়োজন আছে সেটা হচ্ছে না। কার্যত মানুষকে খোলা মৃত্যুর দিকে, অসহায় অবস্থার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।'

যদিও প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলছেন, 'কেন্দ্রের ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্টোল প্রোগ্রামের যে প্রতিষ্ঠান আছে, তারা এর আগে বহুবার বাংলার তথ্যকে প্রশংসা করেছে। আজকে তারা যে তথ্যটা দিচ্ছে, সেই তথ্যটা ঠিক নয়। বাংলায় ডেঙ্গি সংক্রান্ত যে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা সেটা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় পাঠানো হয়। ডেঙ্গি শুধু পশ্চিমবঙ্গে বিষয় নয়, এটা একটা বিশ্বের সমস্যা। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলায় নিয়ন্ত্রণে আছে ডেঙ্গি।'

দেশে মহিলা বিকাশে নতুন রাস্তা খুলে দেবে মহিলা সংরক্ষণ বিল : প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস হওয়ার পর উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে মহিলাদের সঙ্গে মতবিনিময় করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম-২০২৩ পাস হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানান বহু মহিলা। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, দেশে মহিলা বিকাশে নতুন রাস্তা খুলে দেবে মহিলা সংরক্ষণ বিল।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মহিলা সংরক্ষণ বিল নবরাত্রির উন্মাদনা বাড়িয়ে দিয়েছে। নারী উন্নয়নের নতুন পথ খুলে যাবে... আমি এর জন্য ভারতের সকল নারীকে অভিনন্দন জানাই... নারী নেতৃত্ব হয়তো বিশ্বের বাকি অংশের জন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি হতে পারে, কিন্তু আমরা যারা ভগবান শিবের আগে দেবী পার্বতী এবং মা গঙ্গাকে পূজা করে... বারাণসী রাণী লক্ষ্মী বাইয়ের মতো যোদ্ধাদের জন্মস্থান... স্বাধীনতা সংগ্রামে রানি লক্ষ্মী বাই থেকে শুরু করে চন্দ্রযান-৩-এ নারী, প্রতিটি যুগে আমরা প্রমাণ পেয়েছি নারীরা নেতৃত্ব হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'এই (মহিলা সংরক্ষণ বিল) আইনটি ৩০ বছর ধরে ঝুলে ছিল, কিন্তু এখন এটি সংসদের উভয় কক্ষে পাস হয়েছে।

যে দলগুলি এর বিরোধিতা করছিল তাদেরও এর সমর্থনে আসতে হয়েছিল... মহিলা সংরক্ষণ বিল রেকর্ড ভোটে পাস হয়েছে এবং বারাণসী থেকে আপনাদের সাংসদের এটি করার সৌভাগ্য হয়েছে।'

গুজরাটের ভালসাদে আগুন লাগল হামসফর এক্সপ্রেসে, সমস্ত যাত্রীরা সুরক্ষিত

ভালসাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুজরাটের ভালসাদ জেলায় আগুন লাগল হামসফর এক্সপ্রেসে। এই ট্রেনটি তিরুচিরাপল্লি ও শ্রী গঙ্গানগরের মধ্যে চলাচল করে। রেল সূত্রের খবর, সমস্ত যাত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন।

পশ্চিম রেলের সিপিআরও সুমিত ঠাকুর জানিয়েছেন, শনিবার ভালসাদ অতিক্রম করার সময় ট্রেন নম্বর ২২৪৯৮ তিরুচিরাপল্লি জংশন থেকে শ্রী গঙ্গানগর জংশনগামী ট্রেনের পাওয়ার কার/ব্রেক ভ্যান কোচে আগুন ও ধোঁয়া লক্ষ্য করা যায়। পাশের কোচের সব যাত্রীকে নিরাপদে নামানো হয়েছে। কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই ট্রেন থেকে কোচটি আলাদা করার পরে, এটি শীঘ্রই গন্তব্যে রওনা হবে।

বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ খাড়গের, বললেন নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে আমন্ত্রণ করা হয়নি রাষ্ট্রপতিকে

জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। শনিবার রাজস্থানের জয়পুরে একটি জনসভা থেকে মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেছেন, কংগ্রেস-এ সব সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। বিজেপি কাউকে কাছে আসতেও দেয় না। এমনকি তারা নতুন (সংসদ) ভবনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকেও আমন্ত্রণ জানায়নি... আপনারা (বিজেপি) সিনেমা জগতের লোকদের ডেকেছেন... কেন আপনারা রাষ্ট্রপতি মুর্মুকে আমন্ত্রণ জানাননি?...

তিনি রাষ্ট্রপতি , আপনারা রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেছেন... যখন শিলান্যাস করা হয়েছিল (নতুন সংসদ ভবনের), তখন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। কারণ তিনি ""'অস্পৃশ্য""'!'

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে আরও বলেছেন, 'আমরা শুধুমাত্র বিজেপির সাথে লড়াই করছি না... নির্বাচনে, বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে চারজন প্রার্থী দিয়েছে। একটি তাদের নিজস্ব, একটি ইডি থেকে, একটি সিবিআই থেকে এবং একটি আয়কর থেকে... আমাদের এই সবের বিরুদ্ধে জিততে হবে... তারা যখনই মনে করবে সিবিআই বা ইডিকে ছেড়ে দেবে।'

মহারাষ্ট্রের উলহাসনগরে সেঞ্চুরি কোম্পানিতে বিস্ফোরণ, ৫ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মহারাষ্ট্রের থানেতে বিস্ফোরণে পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যু। শনিবার বিকেলে মহারাষ্ট্রের থানের উলহাসনগর শহরের সেঞ্চুরি কোম্পানিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে অন্তত পাঁচজন শ্রমিকের মৃত্যু হওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ঘটনায় অনেকে আহতও হয়েছেন। আহতদের সকলকে কল্যাণের সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুপুর ১২টা নাগাদ উলহাসনগর শহরের সেঞ্চুরি কোম্পানিতে হঠাৎ করে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে কোম্পানিতে কর্মরত পাঁচজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

ঘটনায় আরও অনেকে আহত হন বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে শহরের তানাজি নগর, শাহাদ গ্রাম, গুলশান নগর, শাহাদ ফাটক, ধোবিঘাট, শিবনেরি নগরে তার কম্পন অনুভূত হয়।

ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই সাহদ থানার পুলিশ ও দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজ শুরু করে। বিস্ফোরণের কারণ এখনও জানা যায়নি।

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ বৃদ্ধি পেয়ে ৭০; ২৪ ঘন্টায় সুস্থ ৬৫ জন, মৃত্যু ফের শূন্য

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে আপাতত ৫০০-র নীচেই রয়েছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা। তবে, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে দৈনিক সংক্রমণের সংখ্যা, দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭০ জন। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়নি কারও। এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৬৫ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা এই মুহূর্তে মাত্র ৪৬৬ এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫, ৩২,০৩১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬৫,৯৬৬ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ২৭, ৩০৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। টিকা প্রাপকের সংখ্যা বেড়ে ২২০,৬৭,৭০, ৭৯৪-তে পৌঁছেছে।

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এনডিআরএফ মোতায়েন করল রাজ্য সরকার, জানালেন মহারাষ্ট্রের বিজেপির প্রধান

নাগপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নাগপুরের আমবাঝারি বাঁধ উপচে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেটি পরিদর্শন করতে রাজ্য সরকার তৎপর বলে মন্তব্য করেন মহারাষ্ট্রের বিজেপির প্রধান চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে। তিনি শনিবার সাংবাদিকদের একথা বলেন। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে বৃষ্টি বিধ্বস্ত এলাকায় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়েছে। এনডিআরএফের দল শনিবার সকালে আমবাঝারি এলাকা থেকে ৬ জনকে উদ্ধার করেছে। বন্যা কবলিত এলাকায় অনেকেই বাড়ির ভিতরে আটকে পড়েছেন, তাদের উদ্ধার করার জন্য এনডিআরএফ জোরকদমে কাজ করছে।

নাগপুরের রামদাসপেঠের কানাল রোডে প্রচুর জল জমে রয়েছে। বিজেপি নেতা বলেন, শুক্রবার রাতে নাগপুর শহরে তিনঘন্টায় ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী আজকে সকাল থেকে নাগপুরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে ১৫জনকে উদ্ধার করেছে। চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে জানান, আমরা এনডিআরএফকে বিভিন্ন জায়গায় পাঠাচ্ছি। তিনি আরও বলেন, মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবিশ নাগপুরের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। শনিবার সন্ধ্যে পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতার কারণে মানুষকে বাড়ি থেকে বের হওয়া এড়াতে বলছেন বিজেপির প্রধান চন্দ্রশেখর বাওয়ানকুলে।

রীতিমত শঙ্কায় ভবানীপুরের সম্মিলনীর কর্তারা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স) পুজোর আর ৩৩ দিন বাকি। মনে হচ্ছে অনেটা সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু টুকটাক কাজে সময় লাগে অনেকটা। আবহাওয়া তো পূজা কমিটির মাথায় হাত ফেলে দিয়েছে। রীতিমত চিন্তায় উদ্যোক্তারা পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে না তো?

দক্ষিণ কলকাতার নামী পুজোগুলোর অন্যতম ভবানীপুরের সম্মিলনী। এই আবহাওয়ার মধ্যেই চেষ্টা করছে তাদের প্যান্ডেল, আলোক সজ্জা যেন চতুর্থীর মধ্যেই শেষ করতে পারে! প্রতিমাও চলে আসবে যথাসময়ে। কিন্তু বেশি বৃষ্টিতে বাঁশের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করা প্রায় অসম্ভব।

সম্মিলনী-র তরফে সাধারণ সম্পাদক কৌশিক দত্ত বলেন, "আমরা চার বছর কোভিড-এর পর এবার আমরা পুজোয় পরিবর্তন এনেছি। এবার আমাদের থিম 'কালান্তর' (একাল -সেকাল)। প্রতিমাতেও পরিবর্তন লক্ষণীয়।

দিঘায় যেতে দামি গাড়ি না দেওয়ায় খুন, ধৃত মূল অভিযুক্ত

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। দমদমের নাগেরবাজারে বাগানবাড়িতে বৃদ্ধকে খুনের ঘটনায় তাঁর গাড়ির চালককে শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করা হল। ধৃত চালকের নাম সৌরভ মণ্ডল। বেলঘড়িয়া এক্সপ্রেসওয়ে থেকে গ্রেফতার হরেছে সে। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বৃদ্ধের গাড়ি নিয়ে দিঘা যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল সৌরভ। কিন্তু সৌরভকে গাড়ি দিতে রাজি হননি ওই বৃদ্ধ। তার জেরেই রেগে গিয়ে বৃদ্ধকে তাঁর চালক খুন করে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে পুলিশ। বৃদ্ধের বিলাসবহুল গাড়িটি উদ্ধার করা হয়েছে।

নিহতের নাম কল্যাণ ভট্টাচার্য (৭২)। নাগেরবাজারে নয়াপট্টি জলের ট্যাঙ্ক সংলগ্ন এলাকায় কয়েক বিঘা জমির উপরে তাঁর বাগানবাড়ি রয়েছে। গত বুধবার রাতে ওই বাড়ি থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়। বৃদ্ধের পোষ্য কুকুর এবং বিলাসবহুল গাড়ি রয়েছে। উধাও হয়ে গিয়েছিল গাড়িটি। এই ঘটনার তদন্তে নেমে বৃদ্ধের চালককে গ্রেফতার করা হল। উদ্ধার করা হয়েছে গাড়িটি।

খুনের পর গাড়ির চাবি নিয়ে গ্যারেজ থেকে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। প্রথমে সে গাড়ি নিয়ে বারাসতের বাড়িতে যায়। তারপর বন্ধুদের নিয়ে দিঘায় যায়। ইতিমধ্যেই মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে দিঘা থেকে

খেলাধুলায় ভারত এখন যে সাফল্য পাচ্ছে, তা দেশের চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের ফল : প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): খেলাধুলায় ভারত এখন যে সাফল্য পাচ্ছে, তা দেশের চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের ফল। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমরা খেলাধুলাকে তরুণ প্রজন্মের ফিটনেস, কর্মসংস্থান ও ক্যারিয়ারের সঙ্গে যুক্ত করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বাজেট ৯ বছর আগের তুলনায় এ বছর তিনগুণ বাড়ানো হয়েছে।

খেলো ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের বাজেট গত বছরের তুলনায় প্রায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ভারতের প্রথম মাল্টি-লেভেল স্পোর্টস কমপ্লেক্স যা দিব্যাঙ্গজনের চাহিদা বিবেচনায় রেখে তৈরি করা হচ্ছে।'

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'সম্প্রতি ওয়ার্ল ইউনিভার্সিটি গেমসে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ভারত। এই গেমগুলির ইতিহাসে, ভারত গত কয়েক দশকে মোট যতগুলি পদক জিতেছিল তার চেয়ে এই বছর একাই বেশি পদক জিতেছে। '

বারাণসীতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী

বারাণসী, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের শিলান্যাস করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার এই ক্রিকেট স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আজ আমি এমন একটি দিনে কাশীতে এসেছি, যখন চাঁদের শিবশক্তি পয়েন্টে ভারতের পৌঁছনোর এক মাস পূর্ণ হচ্ছে। শিবশক্তির একটি স্থান চাঁদে এবং শিবশক্তির অন্য স্থান এখানে কাশীতে।' প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'কাশীতে আজ একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই স্টেডিয়ামটি কেবল বারাণসীর যুবকদের জন্যই নয়, পূর্বাচলের জন্যও একটি আশীর্বাদ হবে।'

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'এই স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হলে ৩০ হাজারের বেশি মানুষ এখানে বসে ম্যাচ দেখতে পারবে। এই স্টেডিয়ামের ছবি সামনে আসার পর থেকে কাশীর প্রতিটি মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠেছে।' মোদীর কথায়, 'এখন ক্রিকেটের মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ভারত। ক্রিকেট খেলতে এগিয়ে আসছে নতুন দেশ। স্পষ্টতই আগামী দিনে ক্রিকেট ম্যাচের সংখ্যা বাড়তে চলেছে। ম্যাচের সংখ্যা বাড়লে নতুন স্টেডিয়ামের প্রয়োজন হবে। এই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সেই চাহিদা পূরণ করবে। গোটা পূর্বাঞ্চলের উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে উঠতে চলেছে এই স্টেডিয়াম।'

পাঞ্জাবে গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এনআইএ

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা(এনআইএ) শনিবার খালিস্তানি চরমপন্থী গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে। চণ্ডীগড় ও অমৃতসরে নিষিদ্ধ শিখস ফর জাস্টিস সংগঠনের প্রধান গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বেআইনী কার্যকলাপ আইনের অধীনে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে এনআইএ।

পান্নুন সম্প্রতি একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে, সেখানে দেখা গেছে সে সমস্ত হিন্দুদের কানাডা ছেড়ে যেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। এরপরেই শনিবার এনআইএ চণ্ডীগড় ও অমৃতসরে তার সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল। এনআইএ শনিবার গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের জেনারেল কাউন্সেলের বাড়ি ও জমি বাজেয়াপ্ত করেছে। এনআইএ-র জারি করা একটি বিজ্ঞপ্তি সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

এনআইএ ২০২০ সালেও একটি

রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত, সাগর ও জয়নগরে বাড়িতে গিয়ে প্রচার স্বাস্থ্য দফতরের

জয়নগর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজ্যজুড়ে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার বাড়বাড়ন্ত অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে শনিবার সকাল থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ও জয়নগর এক নম্বর ব্লকের উদ্যোগে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোধে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার শুরু করল স্বাস্থ্য দফতর। পাশাপাশি চলছে এলাকার জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজ। সাগর ব্লকের এই প্রচারে সামিল হয়েছিলেন বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল, ব্লক সাস্থ্য আধিকারিক ও আশা কর্মীরা। এই প্রচার ও লিফলেট

বিলি ধারাবাহিক চলবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

কলকাতার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এখন ডেঙ্গুর প্রকোপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে লাগাতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে স্বাস্থ্য দফতর। এরই অঙ্গ হিসেবে শনিবার সাগর ও জয়নগরে চলল স্বাস্থ্য দফতরের বিশেষ এই অভিযান।

ডেঙ্গি রোখার চেষ্টায় কলকাতার জলাশয় সাফাই, টাকা দেবে কে

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। কলকাতায় বাড়ছে ডেঙ্গি। এই পরিস্থিতিতে ডেঙ্গির আঁতুড়ঘর বিনাশ করতে শহরের সব পুকুর ও জলাশয়ের আবর্জনা পরিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। তার জন্য বরো এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, অর্থাভাবে জর্জরিত পুরসভাকে এই টাকা দেবে কে?

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, ছোট-বড় মিলিয়ে কলকাতা শহরে প্রায় ৩৫০০ পুকুর রয়েছে। তার একটা বড় অংশই অব্যবহৃত। পুকুরের জলে ও পাড়ে আবর্জনা পড়ে থাকে। সেখানে দেদার জন্মাচ্ছে ডেঙ্গির মশা। এ নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগও আসছে পুরসভার কাছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতরেও বেশ কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে পুরসভা সে ভাবে গুরুত্ব না দিলেও নড়েচড়ে বসেছেন পুরকর্তারা। সেই মতো পুকুর সাফাই অভিযানে নামছে পুরসভা।

এই সিদ্ধান্তে অবশ্য চিন্তায় পুরসভার অর্থ বিভাগের কর্তারা। পুকুর সাফাইয়ের জন্য পুর ইঞ্জিনিয়াররা প্রাথমিক ভাবে যে খরচের হিসেব দিচ্ছেন, তাতে একটা পুকুর সাফাইয়ে গড়ে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা খরচ হবে। মোট খরচ দাঁড়াবে প্রায় ৩০-৪০ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে আসবে, তা বুঝতে পারছেন না অর্থ বিভাগের আধিকারিকরা। কারণ, পুর বাজেটে এই খাতে আলাদা করে কোনও টাকা ধরা নেই। ফলে এই টাকা খরচ করলে জরুরি পরিষেবায় টান পড়বে।

পুরসভার এক বরো এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শনিবার বলেন, ""'যাদের দিয়ে আমরা পুকুর সাফাই করবো তারা যদি সময়ে টাকা না পায় তখন আমাদেরই ধরবে। এই রকমের কাজের জন্য পুরসভার আলাদা একটা বিভাগ (পিএমইউ) রয়েছে। তাদের বাদ দিয়ে কেন বরো এগজিকিউটিভ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বাঙাল ঘটির সন্ধি হোক ইলিশ-চিংড়ির

ইলিশ আর চিংড়ি। লড়ালড়ি চিরকালের। কিন্তু দুটি মাছই অধিকাংশ পেটুক বাঙালির কাছে অতি প্রিয়। এই প্রতিবেদনে থাকছে দুটি মাছের দুটি রেসিপি। দাঁড়ান, দাঁড়ান তার আগে একটু গপ্পো শুনিয়ে নিই। তার শেষেই দিচ্ছি রেসিপি।

ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের মধ্যে শতাব্দী প্রাচীন ফুটবল-মহাযুদ্ধের আরেকটা নামই তো ইলিশ বনাম চিংড়ির লড়াই।

ঠিক যেমনটা বাঙাল বনাম ঘটি লড়াই। কিন্তু অগুনতি মানুষ আছেন যাঁরা চিংড়ি-ইলিশ, দু'টোই খেতে সমান ভালোবাসেন। আবার এমনও অনেকে আছেন, যাঁরা ইস্টবেঙ্গল সমর্থক, কিন্তু চিংড়ি খান চেটেপুটে, ইংলিশ ছুঁয়েও দেখেন না! উল্টোটাও ঠিক। মোহনবাগান সাপোর্টার, অথচ খাবারের পাতে ইলিশ পেলে আনন্দে আটখানা, চিংড়িতে অ্যালার্জি!

উদাহরণ? স্বয়ং চুনী গোস্বামী। মনে প্রাণে মোহনবাগানী। কিন্তু সব মাছের মধ্যে সবচেয়ে ভালবাসতেন ইংলিশ খেতে। চিংড়ি? ছুঁয়েও দেখতেন না। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আবার ঠিক উল্টো। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক। তবে চিংড়ি ভীষণ প্রিয় মাছ।

ওই যাহ চিংড়ি মাছ লিখতে গিয়ে মনে এল, ইলিশ-ভক্তরা চিংড়িকে মাছ-ই মনে করে না। চিংড়ি-প্রিয়দের খোঁচা মেরে বলেন, চিংড়ি তো জলের পোকা!

এর পাল্টা হিসেবে বলা যায়, কাঁচা ইংলিশ মাছের গন্ধে বা ইলিশ ভাজার গন্ধে অনেকে সেই জায়গা ছেড়ে পালান! প্রয়াত প্রবাদপ্রতিম কোচ প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বর্গীয় স্ত্রী আরতি একবার কথা প্রসঙ্গে ফাঁস করেছিলেন, তিনি ইলিশ মাছ ভাজলে পিকে নাকি বাড়ির রান্নাঘর থেকে যে ঘরটা সবচেয়ে দূরে, সেখানে থাকতেন। পিকে-র চির প্রতিদ্বন্দ্বী কোচ অমল দত্ত আবার ইলিশ-চিংড়ি, দুটোই খেতে পছন্দ করতেন। প্রয়াত অমলের অন্যতম প্রিয় শিষ্য সমরেশ চৌধুরী যেন খাবার ব্যাপারেও গুরুর অনুগামী! সাতাত্তরের লিগে পিকে-র সেই গরমাগরম মোহনবাগানকে দু'গোলে হারিয়ে শীতল করে দিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল অমলের ইস্টবেঙ্গল। চোখজুড়নো গোল করেছিলেন সমরেশ, ময়দানের পিন্টু চৌধুরী। বাড়িতে ডেকে কোচ তাঁর প্রিয় ফুটবলারকে খাইয়েছিলেন। মেনুতে ইলিশ-চিংড়ি, দুই-ই ছিল। খেতে খেতে পিন্টু বলেছিলেন "অমলদা, ইলিশের মাথা আর চিংড়ির খোলাগুলা নাই? বৌদিরে কন না, কচুশাক দিয়া ইলিশের মাথার চচ্চড়ি আর চিংড়ির খোলাগুলা পেঁয়াজ-রসুন- লঙ্কা চটকাইয়া কড়া কইরা ভাজতে। উফ দুটারই যা স্বাদ না খাইতে!"

তবে ইংলিশ ও চিংড়ির সাধারণত যে পদগুলো খেয়ে থাকেন সবাই, তার বাইরের দু'টি পদের রন্ধন প্রণালী রইল এখানে।

স্মোকড ইংলিশ

উপকরণ

ইংলিশ মাছ - ৪ টুকরো
হলুদ গুঁড়ো - ১ চা-চামচ
টকদই - ৩ টেবিল চামচ
কালোজিরে - আধ চা-চামচ
সরষের তেল - ৪ টেবিল চামচ
নুন - স্বাদ মতো
কাঁচা লঙ্কা - আন্দাজ মতো কয়েকটা
ঘি - ১ টেবিল চামচ
কাঠকয়লা - ২ টুকরো

প্রণালী -

১. জ্বলন্ত গ্যাস ওভেনের ওপর চাপানো শুকনো কড়াইয়ে তেল ঢালুন। তেল গরম হলে কালো জিরে ফোড়ন দিন।

২. মধ্যে দিন সামান্য হলুদ গুঁড়ো, নুন। জল ঢেলে ফুটতে দিন।

৩. ফুটে উঠলে নুন-হলুদ মাখানো ইলিশ মাছ দিয়ে দিন তাতে। ওপরে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা ছড়িয়ে দিন।

৪. চাপা দিয়ে ফুটতে দিন।

৫. আঁচ কম করে ঢাকনা খুলে ওপর থেকে ফ্যাটানো টক দই ঢেলে দিন।

৬. ছোট একটা বাটিতে জ্বলন্ত কাঠকয়লা রেখে তার ওপর ঘি ঢেলে সেই বাটি কড়াইয়ের ঠিক মাঝখানে বসান।

৭. মিনিট পাঁচেক ওই ভাবে রেখে তারপর বাটিটা তুলে নিন।

৮. কড়াই থেকে গরম গরম স্মোকড ইলিশ পরিবেশন করুন।

আম-চিংড়ি

উপকরণ

চিংড়ি - ২৫০ গ্রাম
সরষে বীজ - ২ চামচ
কাঁচা আমের রস - ৩ চামচ
কাঁচা লঙ্কা - ৪টে
সরষের তেল - ১ চামচ
লঙ্কা গুঁড়ো - আধ চামচ
হলুদ গুঁড়ো - ১ চামচ
নুন - স্বাদ অনুযায়ী
চিনি - ১ চামচ
নারকেলের টুকরো - ৪টে
নারকেলের দুধ - ১ কাপ

প্রণালী

১. চিংড়িগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করুন। ২. মিক্সিতে সরষের বীজ, কাঁচা লঙ্কা, নারকোলের টুকরো ও অল্প জল মিশিয়ে পেস্ট বানান। ৩. কড়াইতে তেল গরম করুন। তাতে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে ভেজে নিন। এবং চিংড়িগুলো দিয়ে দিন। আঁচ কমিয়ে ভাজুন। ৪. মাছের রং খয়েরি হয়ে উঠলে তাতে আমের রস, নুন মেশান। ভালো করে নাড়তে থাকুন। ৫. আমের রসের গন্ধ হালকা হয়ে এলে তাতে আগে তৈরি রাখা পেস্ট ঢেলে দিন। মেশান।

৬. হালকা আঁচে সব ভালো করে নাড়তে থাকুন। ৭. এরপর তাতে নারকেলের দুধ ও চিনি মিশিয়ে আবার নাড়তে থাকুন।

৮. অল্প পরে কড়াইটা চাপা দিয়ে দিন। ৯. পাঁচ মিনিট পর উনুনের আঁচ বন্ধ করুন। ১০. আম-চিংড়ি রেডি। গরম ভাতে পরিবেশন করুন।

মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ

উয়োম্যান হু কাটস হার হেয়ার ইজ অ্যাবাউট টু চেঞ্জ হার লাইফ বলেছিলেন বিখ্যাত ফরাসি ফ্যাশন ডিজাইনার কোকো শ্যানেল। আর যিনি চুল পুনরুজ্জীবিত করতে চান, তিনিও কি নতুন ভাবে নিজেকে দেখতে চান না? আসলে চুলে রং, হাইলাইট, স্মুদনিং বা নষ্ট হয়ে যাওয়া চুল নতুন ভাবে বাঁচিয়ে তোলা... সবের মধ্যেই "আমি"কে নতুন রূপে আবিষ্কারের স্পৃহা রয়েছে।

আমরা নিজেকে কী ভাবে দেখতে চাই বা দেখাতে চাই তার মধ্যে রয়েছে মনস্তত্ত্ব। সেই তো চালনা করছে বাইরের দেখনদারিকে। কিন্তু যে চুল-কে ঘিরে স্বপ্নেরা অবয়ব নিতে চাইছে, সে-ই যদি নিষ্প্রাণ হয়ে যায়? সেখানেই আবির্ভাব হয় ন্যানোপ্লাস্টিয়ার।

এই নতুন ট্রিটমেন্টের গুণ হল, চুলের গোড়া থেকে তার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে। প্রযুক্তির এই নয়া যুগে সৌন্দর্য পিছিয়ে থাকবেই বা কেন! সামনেই পুজো। এ সময়ে সকলেই কম-বেশি চায় অপূর্ণতাকে পূর্ণতায় বদলে নিতে। তাই রুক্ষ চুলেও আসুক জেল্লা। তারই উপায় হিসেবে ন্যানোপ্লাস্টিয়া সম্পর্কে বিশদে জেনে নেওয়া যাক।

কখন প্রয়োজন

মেকওভারের জন্য অনেকেই বারবার হেয়ার কালার বদলে থাকেন বা হাইলাইট করান। রেশমের মতো চুল যাঁদের পছন্দ, তাঁরা স্মুদনিং বা স্ট্রেটনিংয়ের শরণাপন্ন হন নির্দিষ্ট সময় অন্তর। আবার পেশার কারণেও অনেককে চুলে নিয়মিত বিভিন্ন প্রডাক্ট ব্যবহার করতে হয় ও হিট দেওয়া হয়। কিন্তু এ সবের ফলে চুল ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে, ভঙ্গুর হয়ে যায়। হেয়ার এক্সপার্ট জলি চন্দ বললেন, "বারবার হাইলাইট করে বা টং করে কিংবা হেয়ার স্টাইলিংয়ের জন্য নানা প্রডাক্ট ব্যবহার করে যাঁদের চুল নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং খুব চুল উঠছে, তাঁদের চুলে জেল্লা এনে দেবে ন্যানোপ্লাস্টিয়া। ভার্জিন হেয়ারে এই ট্রিটমেন্ট করা হয় না, কারণ কেরাটিন মজুত রয়েছে। ন্যানোপ্লাস্টিয়ার মাধ্যমে চুলে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের একটি কোটিং দেওয়া হয়, যা কর্টেক্সের ভিতর পর্যন্ত গিয়ে চুল উজ্জ্বল করে তোলে।" রুক্ষ চুলে এই ট্রিটমেন্ট ভিতর থেকে ঔজ্জ্বল্য আনে। ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে যে কোটিং দেওয়া হয় তার ভিতরে রয়েছে এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিড, ওজোন, প্রোটিন, এমনকি নারকেল তেলও। চুল পড়ে যাওয়া হোক বা ত্বকের সমস্যা, বঙ্গনারী তো চিরকালই ভরসা রেখেছে নারকেল তেলে।

পদ্ধতি

ন্যানোপ্লাস্টিয়া করার আগে চুলে হেনা বা ডাই করা হয়েছে কি না, কালার রয়েছে কি না, কোনও স্টাইলিং প্রডাক্ট ব্যবহার হয়েছে কি না, সেগুলো জেনে নেওয়া হয়। চুলে কোন প্রডাক্ট কতক্ষণ রাখা হবে, তা এই বিষয়গুলোর উপরে নির্ভর করে, ট্রিটমেন্টের গোড়ার কথা প্রসঙ্গে বললেন জলি।

প্রথমেই চুলে শ্যাম্পু করে নেওয়া হয়, কারণ চুলে তেল বা ময়লা লেগে থাকলে কোনও প্রডাক্ট ঢুকবে না। তা ছাড়া অঞ্চলভেদে জলে আয়রনেরও তারতম্য হয়। চুল ব্লন্ড বা স্ট্রেটনিংয়ের কারণে খুব রুক্ষ হয়ে গেলে একটি বিশেষ ধরনের সেরাম স্প্রে করা হয়, যাতে ভিতর থেকে উজ্জ্বলতা আসে। চুলের গোড়া থেকে এক ইঞ্চি দূরত্বে ক্রিম লাগানো হয় ও এক থেকে দেড় ঘণ্টা রাখা হয়। যদি কোনও কারণে বেশি প্রডাক্ট লাগানো হয়ে গিয়ে থাকে, তার জন্য চুল হালকা করে উপর থেকে ধুয়ে নেওয়া হয়, যাতে টেন পারসেন্ট মতো প্রডাক্ট বেরিয়ে যায়। তার পর সেরাম লাগিয়ে ব্লো ড্রাই করার পরে আয়রন করা হয়। প্রতিটি চুল ভাল ভাবে আয়রন করতে হবে, যাতে প্রডাক্টটা হিটের সঙ্গে চুলের ভিতরে ঢোকে। স্বাভাবিক উষ্ণতায় এলে জল দিয়ে ভাল করে চুল ধোয়া হয়। তার পরে মাস্ক লাগানো হয়। মিনিট পনেরো পরে ভাল করে ধুয়ে ব্লো ড্রাই করা হয়। পুরো ট্রিটমেন্ট সম্পূর্ণ হতে তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগে। খরচ নির্ভর করে চুলের দৈর্ঘ্য ও ঘনত্বের উপরে, মোটামুটি ভাবে পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু হয়। পরবর্তী ধাপ ভারতীয় চুল যেহেতু সাধারণ ভাবে বেশ শক্ত এবং কোঁকড়া, তাই এ ধরনের ট্রিটমেন্ট করার পরে অন্তত দু'দিন শ্যাম্পু করতে বারণ করা হয়। তবে ট্রিটমেন্টের পরে সালফেট ফ্রি, প্যারাবেন ফ্রি শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার ব্যবহার করলে চুল ভাল থাকে। ন্যানোপ্লাস্টি করার পরে চুল যেহেতু একটা বর্ম পেয়ে গেল, তাই এর পরে অনায়াসে কালার বা হাইলাইট করা যায়। তাই এ বার পুজোর আগে নষ্ট হয়ে যাওয়া রুক্ষ চুলেও ফিরে আসুক ঔজ্জ্বল্য।

জেল্লাদার ত্বক পেতে মাখতেও হবে ডাবের জল

রাস্তায় বেরোলে মাঝেমাঝেই কানে আসে "লিভার টনিক" শব্দটি। লিভারের যত্ন নেয় তো বটে, তবে ডাবের জল খেয়াল রাখে ত্বকেরও। ত্বক ভাল রাখতে কত কিছু না করেন কত জনে। নামী-দামি সংস্থার প্রসাধনীর ব্যবহার করা থেকে ঘরোয়া টোটকা চেষ্টার খামতি রাখেন না কেউই। তা সত্ত্বেও আশানুরূপ ফল কিন্তু সব সময়ে পাওয়া যায় না।

এত কিছু না করে ত্বকের খেয়াল রাখতে বরং ভরসা রাখতে পারেন ডাবের জলের উপর। এই পানীয়ের গুণেই ত্বকে আসবে আলাদা জেল্লা। অনেকেই নিয়মিত ডাবের জল খান। তবে ত্বকে যদি চান ঔজ্জ্বল্য, তা হলে কিন্তু মাখতেও হবে। ত্বকের যত্নে কী ভাবে ব্যবহার করবেন ডাবের জল?

রুক্ষ ত্বকের যত্নে ডাবের জলের ভূমিকা অনবদ্য। ছবি: সংগৃহীত।

১) রুক্ষ ত্বকের যত্নে ডাবের জলের ভূমিকা অনবদ্য। শুষ্ক ত্বকে ব্রণর পরিমাণও বেশি হয়। ব্রণর সমস্যা রুখতে ব্যবহার করতে পারেন ডাবের জল। সারা দিনে এক বার ডাবের জলে তুলো ভিজিয়ে সারা মুখে ঘষে নিন। রোজ না করলেও অন্তত এক দিন অন্তর এক দিন করতে পারেন। উপকার পাবেন।

২) নাকের ব্ল্যাকহেডসনিয়ে অস্বস্তিতে থাকেন? ডাবের জলেই লুকিয়ে রয়েছে তার সমাধান। বিশেষ করে যাঁদের ত্বক তৈলাক্ত, এই ব্ল্যাকহেডসের সমস্যা তাঁদের বেশি করে দেখা দেয়। এই সমস্যার চটজলদি সমাধান করতেও কিন্তু ডাবের জল ব্যবহার করতে পারেন।

৩) বর্ষায় আর্দ্রতার পরিমাণ কমে যায়। আর্দ্রতার অভাবে ত্বক তার নিজস্ব জেল্লা হারাতে শুরু করে। ত্বকের জৌলুস হারিয়ে যায়। ত্বকের সজীবতা বজায় রাখতে চোখ বন্ধ করে ভরসা রাখতে পারেন ডাবের জলের উপর। ডাবের জল দিয়ে মুখ ধুলে সত্যিই ভাল ফল পাবেন।

৪) ডাবের জলের মধ্যে ভিটামিন সি, বি, কে, জিঙ্ক, আয়োডিনের মতো প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে। এই উপাদানগুলি ত্বকের অকালবার্ধক্যে রোধ করে। রোজের রূপরুটিনে ডাবের জল ব্যবহার করলে মুখে বয়সের ছাপ পড়ে না। ত্বকের ঔজ্জ্বল্য বাড়তে থাকে। ৫) ত্বকের রোদে পোড়া দাগছোপ দূর করতেও ডাবের জল উপকারী। অনেক নামী সংস্থার প্রসাধনী মেখেও ত্বকের ট্যান যেতে চায় না। সে ক্ষেত্রে ডাবের জল ব্যবহার করে দেখতে পারেন। ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতেও ডাবের জলের জুড়ি মেলা ভার।

খরচ বাঁচাতে একসঙ্গে বেশি পরিমাণে কিনলে আখেরে ক্ষতিই হয়

ছুটির দিনটাও অফিসের কাজ করেই কেটে যায় অনেকের। বাড়ির কাজ তো দূর নিজের জন্যও সময় পান না অনেকেই। তাই যখনই সময় পান, সারা মাসের হেঁশেলের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি ঠান্ডা মাথায় কিনে নেন। সারা সপ্তাহ দম ফেলার সময় থাকে না। তার উপর হেঁশেলের নুন, চিনি, হলুদ কিনতে বার বার দোকানে যেতে বিরক্ত হন অনেকেই।

তাই একেবারে বেশি করেই দরকারি জিনিসগুলি কিনে নেন। তাতে সময় তো বাঁচেই, সেই সঙ্গে খানিকটা সাশ্রয়ও হয়। কিন্তু কয়েকটি জিনিস একসঙ্গে কিনলে লাভের চেয়ে আখেরে ক্ষতিই হয় বেশি। বেশি দিন ব্যবহার না করলে অনেক জিনিসেরই গুণমান নষ্ট হয়ে যায়। কোন জিনিসগুলি একসঙ্গে বেশি করে কিনবেন না?

মশলা- রান্না করতে গিয়ে যদি দেখেন হলুদ ফুরিয়ে গিয়েছে, তা হলে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে একসঙ্গে বেশি পরিমাণ হলুদ মজুত করে রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাতে হলুদে পোকা ধরে যেতে পারে। হলুদের স্বাস্থ্যগুণও তাতে নষ্ট হয়। হলুদ ছাড়াও গোলরমরিচ, জিরে গুঁড়ো একসঙ্গে বেশি দিন কিনে রাখা ঠিক নয়।

তেল-রান্নার অপরিহার্য উপকরণ। অনেকেই একসঙ্গে অনেকগুলি তেলের প্যাকেট কিনে রাখেন। কিন্তু তাতে হঠাত তেল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। কিন্তু তেল বেশি দিন ব্যবহার না করে ফেলে রাখলে তেলের গুণমান নষ্ট হয়। তাই একসঙ্গে ১-২ লিটারের বেশি তেল না কেনাই ভাল।

দুগ্ধজাত খাবার অনেকের ফ্রিজ খুললেই দেখা যাবে দুধ, দই, পনির থরে থরে সাজানো রয়েছে। রোজ রোজ যাতে দোকানে যেতে না হয়, তার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু এ ধরনের খাবার বেশি দিন মজুত করে না রাখাই ভাল। যত টাটকা খাবেন, খাবারে স্বাদ ও স্বাস্থ্যগুণও ততটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবেন।

সব্জি এবং ফল- নিয়ম করে বাজার যাওয়ার সময় হয় না। তাই বেশি করে সব্জি এবং ফল কিনে ফ্রিজে রেখে দেন অনেকেই। সব্জি এবং ফল সব সময় টাটকা খেতে হয়। সতেজ থাকতে থাকতে খেলে তবেই পুষ্টি মিলবে। কিন্তু ফ্রিজে পড়ে থাকতে থাকতে ফল এবং সব্জি ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। পুষ্টিগুণও ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে।

ড্রাই ফ্রুটস- নিয়ম করে ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর। তবে ড্রাই ফ্রুটস কখনও একেবারে বেশি করে কিনে আনবেন না। বেশি দিন পড়ে থাকলে কাজু, কিশমিশ, কাঠবাদাম, পেস্তার স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। স্বাদও চলে যায়। তা ছাড়া, হাওয়া লেগে নরম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। তাই অল্প অল্প করেই ড্রাই ফ্রুটস কেনা জরুরি। দুগ্ধজাত খাবার বেশি দিন মজুত করে না রাখাই ভাল।

মশলা- রান্না করতে গিয়ে যদি দেখেন হলুদ ফুরিয়ে গিয়েছে, তা হলে বিরক্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে একসঙ্গে বেশি পরিমাণ হলুদ মজুত করে রাখাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাতে হলুদে পোকা ধরে যেতে পারে। হলুদের স্বাস্থ্যগুণও তাতে নষ্ট হয়। হলুদ ছাড়াও গোলরমরিচ, জিরে গুঁড়ো একসঙ্গে বেশি দিন কিনে রাখা ঠিক নয়।

তেল- রান্নার অপরিহার্য উপকরণ। অনেকেই একসঙ্গে অনেকগুলি তেলের প্যাকেট কিনে রাখেন। কিন্তু তাতে হঠাত তেল ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না। কিন্তু তেল বেশি দিন ব্যবহার না করে ফেলে রাখলে তেলের গুণমান নষ্ট হয়। তাই একসঙ্গে ১-২ লিটারের বেশি তেল না কেনাই ভাল।

দুগ্ধজাত খাবার- অনেকের ফ্রিজ খুললেই দেখা যাবে দুধ, দই, পনির থরে থরে সাজানো রয়েছে। রোজ রোজ যাতে দোকানে যেতে না হয়, তার জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু এ ধরনের খাবার বেশি দিন মজুত করে না রাখাই ভাল। যত টাটকা খাবেন, খাবারে স্বাদ ও স্বাস্থ্যগুণও ততটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাবেন।

সব্জি এবং ফল- নিয়ম করে বাজার যাওয়ার সময় হয় না। তাই বেশি করে সব্জি এবং ফল কিনে ফ্রিজে রেখে দেন অনেকেই। সব্জি এবং ফল সব সময় টাটকা খেতে হয়। সতেজ থাকতে থাকতে খেলে তবেই পুষ্টি মিলবে। কিন্তু ফ্রিজে পড়ে থাকতে থাকতে ফল এবং সব্জি ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। পুষ্টিগুণও ধীরে ধীরে নষ্ট হতে থাকে।

ড্রাই ফ্রুটস- নিয়ম করে ড্রাই ফ্রুটস খাওয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর। তবে ড্রাই ফ্রুটস কখনও একেবারে বেশি করে কিনে আনবেন না। বেশি দিন পড়ে থাকলে কাজু, কিশমিশ, কাঠবাদাম, পেস্তার স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যায়। স্বাদও চলে যায়। তা ছাড়া, হাওয়া লেগে নরম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকে। তাই অল্প অল্প করেই ড্রাই ফ্রুটস কেনা জরুরি।

সর্প দংশনে সাবধান হন

সাপের কামড়ে প্রতি বছর মৃত্যু হয় অগুনতি মানুষের। যাঁরা চিকিতকের সাহায্য নেন, তাঁদের সংখ্যাটা জানা গেলেও বহু ক্ষেত্রে সচেতনতার অভাবে ঘটে গুরুতর বিপত্তি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতি বছর ১৯ সেপ্টেম্বরে সাপে কাটা নিয়ে সচেতনতা দিবস পালন করে। তাদের দেওয়া তথ্য বলছে, প্রতি বছর বিশ্ব জুড়ে অন্তত ৫৪ লক্ষ মানুষকে সাপে কাটে। তার মধ্যে অন্তত ১৮ থেকে ২৭ লক্ষ সাপ বিষাক্ত। পাশাপাশি, সর্পদংষ্ট্র হয়ে পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর সংখ্যাটা প্রতি বছর ৮১,৪১০ থেকে ১,৩৭,৮৮০। চিকিৎসক অরুণাংশু তালুকদার জানাচ্ছেন, সাধারণত বর্ষায় ঝোপ-জঙ্গল বাড়ে। পাল্লা দিয়ে বাড়ে সেই জঙ্গলে থাকা সাপের সংখ্যা। খেত, আল, জঙ্গল বা অনেক সময় রাস্তাঘাট কিংবা ঘরের আনাচকানাচে সাপ দেখা যায়। যদি অসাবধানতায় সাপের গায়ে হাত-পা পড়ে যায়, তা হলে তা ছোবল মারতে পারে। সাপ চেনার উপায় গোখরো, চন্দ্রবোড়া, কেউটে: এই বিষধর সাপগুলির নাম অনেকেরই জানা। কিন্তু বিষধর এবং নির্বিষ সাপ বোঝার উপায় কী?

দাঁতের গঠন: বিষধর সাপের বিষ-দাঁত দু'টি লম্বা হয়। নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে সব ক'টি দাঁতই হয় সমান মাপের।

ছোবল মারার পরে যদি একটি বা দু'টি দাঁতের দাগ দেখা যায়, তবে সাপটি বিষধর বলে সাধারণত মানা হয়।

গায়ের রং: বিষধর সাপ সাধারণত উজ্জ্বল রঙের হয়। উল্টোটা ঘটে নির্বিষ সাপের ক্ষেত্রে। যদিও ময়াল বা স্যান্ড বোয়ার গায়ের রং উজ্জ্বল হলেও তা বিষহীন। মাথার আকৃতি: ত্রিভুজাকার এবং ভোঁতা মাথার সাপের বিষধর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যে সাপগুলির মাথা ছোট এবং লম্বাটে, সেগুলি বিষহীন হয়। লেজ: লেজ চ্যাপ্টা হলে সেটি বিষধর, ভোঁতা হলে সেটি নির্বিষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে, দু'ধরনের সাপের ক্ষেত্রেই অনেক সময় লেজটি নলাকৃতিও হয়। সাপে কাটার লক্ষণ ক্ষতস্থানে লালচে দাগ। জায়গাটি সংক্রমিত হয়ে ফুলে যেতে পারে। জ্বালা, ব্যথা হতে পারে। এমনকি পচনও ধরতে পারে। পেশিগুলি সঙ্কুচিত হয়ে আসার ফলে শরীরে অসম্ভব যন্ত্রণা হতে পারে। কষ্ট হয় কথা বলতেও।

শ্বাসকষ্ট, বমি, পেট খারাপ, চোখে ঝাপসা দেখা, অতিরিক্ত ঘাম হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

বিষের প্রভাবে স্নায়ু বিকল হতে পারে (নার্ভ প্যারালিসিস)। রক্ত জমাট না বাঁধা বা অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, দুইয়েরই আশঙ্কা থাকে। অস্বাভাবিক ভাবে রক্তক্ষরণের ফলে কিডনি, যকৃত হৃতিণ্ডে প্রভাব পড়তে পারে। এমনকি, সেগুলি বিকল হওয়ারও আশঙ্কা থাকে। যদি চিকিতা সময়ে না করা হয়, তবে প্রাণহানির ভয় থাকে। তবে, সব সময় সাপের কামড় মানেই যে মৃত্যু, তা কিন্তু একেবারেই নয়। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, সব সাপ বিষধর হয় না। আবার এমনটাও হয়ে থাকে, হয়তো এক জনকে একটি সাপে ছোবল মেরেছে। কিন্তু তার আগে সেটি অন্যত্র ছোবল বসিয়েছিল। ফলে সাপের বিষও আগের স্থানেই থেকে যায়।

সাপে কাটলে যা করণীয় সাপে কাটল কিছু বিষয় মানতে হবে: শরীরের যে অংশে সাপে ছোবল মেরেছে, চেষ্টা করতে হবে সেই জায়গাটির যাতে বেশি নড়াচড়া না হয়। এতে বিষ শরীরের বাকি অংশে কিছুটা ধীরে ছড়াবে।

বেশ কিছু ক্ষণ ধরে পরিষ্কার জল আর সাবান দিয়ে ভাল করে ক্ষতস্থানটি ধোয়া দরকার। বিষের মাত্রা কিছুটা হলেও কমবে। কিন্তু ক্ষতস্থান জলে ডুবিয়ে রাখবেন না।

জরুরি সচেতনতা প্রাথমিক ভাবে সামাল দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজন দ্রুত কাছাকাছি কোনও স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করা। ডা. তালুকদার জানাচ্ছেন, অনেক সময় কোনও কারণে ক্ষতস্থানের জ্বালা ভাব কিছুটা কমলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার বিষয়টিকে উপেক্ষা করার প্রবণতাও দেখা যায়। অনেকে আবার ভাবেন, তাঁরা নিজেরা যেহেতু সাপটিকে চেনেন না, তাই ঠিক মতো চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে না। খরচের ভয়েও কেউ কেউ পিছিয়ে আসেন। কিন্তু এই ধারণাগুলি একেবারেই ভ্রান্ত। সব হাসপাতাল ও চিকিৎসাকেন্দ্রেই এক ধরনের "কমন অ্যান্টি স্নেক ভেনম" থাকে। এই অ্যান্টিস্নেক ভেনম যে কোনও সাপের বিষ প্রতিরোধ করতে কার্যকর। তবে গোটা প্রক্রিয়াটি দ্রুত করতে হবে।

সর্পদংশনের কথা শুনলে অনেকেই ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করেন। ছুরি বা ব্লেড দিয়ে ক্ষতস্থানটি চিরে বিষাক্ত রক্ত বার করার চেষ্টা করেন অনেকে। মুখ দিয় বিষরক্ত শুষে ফেলতে যান। আবার ততণাতচিকিতকের পরামর্শ না নিয়ে রোগীর পরিবার ছুটে যান স্থানীয় ওঝার কাছে। এই সবের ফলে রোগীর বড় ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। বিশেষজ্ঞেরা জানাচ্ছেন, ওঝা বা স্থানীয় "টোটকা"য় কখনও কখনও সুফল মিলতে পারে। তবে তাতে ওঝা বা টোটকার কোনও কৃতিত্ব নেই। সবটাই নির্ভর করে সাপের বিষের ধরনের উপরে। আবার এ-ও ঘটে, সাময়িক ভাবে হয়তো সুস্থ হয়ে ওঠেন কেউ। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ না নিলে পরে তাঁদের শারীরিক সমস্যা হতে পারে। তাই, সাপে কাটলে মনোবল হারালে যেমন চলবে না, তেমনই কুসংস্কারের শরণাপন্ন হলে ফল হতে পারে মারাত্মক।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৯৪ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। আজ ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৯৪ এবং ডব্লিউটিআই অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৯১ ডলারের কাছাকাছি। যদিও শনিবার সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শনিবার দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা। ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, গত বছর ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

রবিবার বাতিল অনেক লোকাল ট্রেন, ভোগান্তির আশঙ্কা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)।রবিবার এমনিতেই ট্রেন কম থাকে। তার উপর যাত্রীদের আরও হয়রানির সম্ভাবনা এই রবিবার। হাওড়া-বর্ধমান, হাওড়া-নৈহাটি-সহ একাধিক শাখায় বেশ কিছু লোকাল ট্রেন রবিবার বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, হাওড়া ডিভিশনের হাওড়া-বর্ধমান কর্ড, হাওড়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি, বর্ধমান-হাওড়া ও খানা-গুমানি শাখায় ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লকের কাজ চলবে। সেই কারণে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এক নজরে দেখে নেওয়া যাক, কোন কোন ট্রেন বাতিল থাকবে হাওড়া থেকে বাতিল থাকবে — ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৭৩১৫ ও ৩৭৯১৫ ট্রেনগুলি। বর্ধমান থেকে বাতিল থাকবে --- ৩৬৮৪২, ৩৬৮৪৪ ট্রেনগুলি। ব্যান্ডেল থেকে বাতিল থাকবে --- ৩৭৫৩৬, ৩৭৫৩৮, ৩৭৭৪৯ ট্রেনগুলি। নৈহাটি থেকে বাতিল থাকবে — ৩৭৫৩৫, ৩৭৫৩৭ ট্রেনগুলি। তারকেশ্বর থেকে বাতিল থাকবে — ৩৭৩২৬ নম্বর ট্রেনটি। কাটোয়া থেকে বাতিল থাকবে — ৩৭৭৪৮, ০৩০৬১ ট্রেনগুলি। আজিমগঞ্জ থেকে বাতিল থাকবে — ০৩০৬১ নম্বর ট্রেন।

পাশাপাশি বেশ কিছু ট্রেনের সময়সূচিতেও বদল করা হয়েছে। ৩৭৩২৮ তারকেশ্বর-হাওড়া লোকাল নির্ধারিত সময়ের থেকে ১৫ মিনিট দেরিতে ছাড়বে। ০৩০৯৫ কাটোয়া-আজিমগঞ্জ মেমু স্পেশালও আধ ঘণ্টা দেরিতে ছাড়বে আগামিকাল। এর পাশাপাশি ৩৭৭৫১ ব্যান্ডেল-কাটোয়া লোকালও নির্ধারিত সময়ের থেকে ১৫ মিনিট দেরিতে রওনা দেবে।

এছাড়া ৩৭৩১৭ হাওড়া-তারকেশ্বর লোকাল, ১৩০৫৪ রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস, ১৩০১৫ হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস এবং ১২৩৪৭ হাওড়া-রামপুরহাট শহিদ এক্সপ্রেসও যথাক্রমে ২০ মিনিট, ২০ মিনিট, ৫০ মিনিট ও ৩০ মিনিট দেরিতে যাত্রা শুরু করবে।

করিমগঞ্জের দরগারবন্দ গ্রামে অপরিস্রুত ও অনিয়মিত জল সরবাহের অভিযোগ

দুল্লভছড়া (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত দুল্লভছড়া ব্লকের অধীন দরগারবন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পশ্চিম কৃষ্ণনগরে অপরিস্রুত ও অনিয়মিত জল সরবাহের অভিযোগ উঠেছে। সরকার হর ঘর নল বিশুদ্ধ পানি ঘরে ঘরে দেওয়ার ব্যবস্থা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে জল জীবন মিশন প্রকল্প চালু করেছিল। সেই সঙ্গে আরও নতুন প্রকল্পের কাজ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে ওই সব প্রকল্প থেকে কতটুকু সুবিধা পাচ্ছেন সাধারণ জনগণ তা নিয়ে বিভাগীয় আধিকারিক কিংবা স্থানীয় রাতাবাড়ির বিধায়ক বিজয় মালাকার জনগণের সমস্যা নিয়ে অবগত নন। এতে সরকারের বরাদ্দ কোটি কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হচ্ছে বলে বিভিন্ন গ্রামের ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে বহুজন বলেছেন, দুল্লভছড়া এলাকার কোনও কোনও প্রকল্পের কর্মীরা নির্দিষ্ট সময়ে পরিচ্ছন্ন জল সরবরাহ করে থাকে। কিন্তু দরগারবন্দ গ্রামে বিদ্যমান পশ্চিম কৃষ্ণনগর পিডব্লিউএসএস-এর জল জীবন মিশনের কর্মীরা দু-তিন দিন পর পর জল সরবরাহ করেন, তা-ও আবার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া।

প্রকল্পর অধীনস্থ সব কয়টি এলাকায় সরকারের সব কা সাথ, সব কা বিকাশ নিয়ে রয়েছে বহু প্রশ্ন যা বিভাগীয় আধিকারিক বা কর্মীদের জন্যই জনসাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছেন। এভাবে অপরিস্রুত জল সরবরাহ করায় জল ব্যবহারকারীরা নানান রোগের আতঙ্কে ভুগছেন।

শিশুর গা থেকে অলঙ্কার খুলে নিয়ে খুন, দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল গঙ্গায়

মুর্শিদাবাদ, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। ২ বছরের শিশুকন্যাকে হত্যা করে দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল গঙ্গায়। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। এ ব্যাপারে ইতিমধ্যে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তকে।

সূত্রের খবর, সন্ধ্যায় বাড়ির সামনেই খেলছিল বাচ্চাটি। তার পর থেকে আর খোঁজ মেলেনি তার। আশপাশে খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান মেলেনি ওই শিশুর। রাতে এক সন্দেহভাজন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই মিলল শিশুর খোঁজ। তবে তত ক্ষণে আর বেঁচে নেই শিশুটি। অভিযোগ, ওই শিশুর কানে এবং হাতে থাকা সোনা এবং রুপোর অলঙ্কার খুলে নেন ওই প্রতিবেশী। এর পর শিশুটিকে শ্বাসরোধ করে খুনের পর গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। মুর্শিদাবাদের শমসেরগঞ্জ থানার সিকদারপুর এলাকার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। পুলিশ ধরে ওই মহিলাকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে ওই মহিলা জানিয়েছেন, ঋণের কিস্তি মেটাতে শিশুর অলঙ্কার চুরি করেন তিনি। তার পর প্রমাণ লোপাটের জন্য খুন করেন শিশুটিকে। মৃত শিশুটির মা সুমা খাতুন জানান, শুক্রবার সন্ধ্যায় সংসারের কাজ করছিলেন। হঠাৎ দেখেন মেয়ে নেই। তিনি খোঁজ শুরু করেন প্রতিবেশীদের বাড়িতে। কিন্তু কোথাও পাননি মেয়েকে। প্রতিবেশীরাও খোঁজ শুরু করেন বাচ্চাটির। তখন এক প্রতিবেশী জানান, জনৈকা মায়ামান বিবির কোলে তিনি শিশুটিকে দেখেছেন। এর পর ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন স্থানীয়েরা। প্রথমে তিনি পুরো ঘটনার কথা অস্বীকার করলেও শেষমেশ বলে দেন যে শিশুটিকে নিজের হাতে খুন করেছেন। গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্তাকে। সেই সঙ্গে শিশুটির দেহ উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে।

দিল্লির ১০ জনপথ পুড়িয়ে ফেলার ডাক’, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের বিরুদ্ধে গুয়াহাটির থানায় অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের অভিযোগ

গুয়াহাটি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রবীণ নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে ‘ঘৃণ্য মন্তব্য’ করার দায়ে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে গুয়াহাটির এক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে অসম প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস।

থানায় দায়েরকৃত অভিযোগে লেখা হয়েছে, গত ১৮ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে হিমন্তবশ্ব শর্মা বলেছেন, ভগবান হনুমান যেভাবে লঙ্কা পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, সেভাবে দিল্লির ১০ জনপথকে পুড়িয়ে ফেলতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথকে পরামর্শ দিয়েছেন। দিল্লির ১০ জনপথ বলতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ তথা দলের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভানেত্রী সাংসদ সোনিয়া গান্ধীর বাসস্থান বলে বোঝায়। প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে নিয়ে খেলতে গিয়ে হিমন্তবিশ্ব শর্মা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর চেষ্টা করেছেন।

অভিযোগপত্রে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের নেত্রীরা আরও লিখেছেন, কেবল তা-ই নয়, সোনীয়া গান্ধী ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর স্ত্রীও। ১০ জনপথ পুড়িয়ে ফেলতে যে প্ররোচনামূলক ভাষণ দিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, তাতে হিন্দু ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে তিনি অগ্নিসংযোগ ও দাঙ্গায় লিপ্ত হওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে খোলাখুলি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, এর আগে গত ২০ সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী কংগ্রেস দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার বিরুদ্ধে একই ঘটনাকে কেন্দ্র করে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। শইকিয়া অভিযোগ করেছেন, মধ্যপ্রদেশের বিদিশায় জন-আশীর্বাদ সমাবেশে হিমন্তবিশ্ব সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করেছেন। বিরোধী দলনেতা শইকিয়ার অভিযোগ, হিমন্তবিশ্ব শর্মা দিল্লিতে ১০, জনপথ, সোনিয়া গান্ধীর সরকারি বাসভবনে ‘আগুন লাগানোর’ ডাক দিয়েছেন।

২৫ সেপ্টেম্বর থেকে রাজস্থানে বর্ষা বিদায় নেবে : আবহাওয়া দফতর

জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামী সোমবার, ২৫ সেপ্টেম্বর বা তারও কিছু পর রাজস্থান রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নিতে পারে বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে।

শুক্রবার রাতে রাজস্থান রাজ্যের কোটা, উদয়পুর, জয়পুর এবং ভরতপুর বিভাগের কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। গাল উপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের প্রভাব শনিবার থেকে রাজস্থানের অনেক জেলায় পড়বে। তারফলে ২৫ সেপ্টেম্বর বা তারও কিছু পর থেকে রাজস্থান রাজ্যে বর্ষা বিদায় নেওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। বারান, সাওয়াই মাধোপুর, ঝালাওয়ারের অনেক জায়গায় অল্পস্বল্প বৃষ্টি হয়েছে।

আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, এই নিম্নচাপের প্রভাব ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজস্থানের বিভিন্ন জেলায় থাকবে। আবহাওয়া দফতর আরও জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় রাজস্থানের আজমির, বারান, ভিলওয়াড়া, চিতোরগড়, দৌসা, ধোলপুর, জয়পুর, ঝালাওয়ার, করৌলি, কোটা, সওয়াই মাধোপুর এবং প্রতাপগড় জেলায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। শনিবার থেকে আগামী দু থেকে তিনদিন রাজধানীসহ রাজ্যের ১৬টি জেলায় বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজস্থানের দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিমের কিছু জেলায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আইএসএল : নতুন মরসুমে আজ নামছে মোহনবাগান

কলকাতা , ২৩ সেপ্টেম্বর(হি.স.): আজ আইএসএল অভিযানে নামছে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ পঞ্জাব এফসি।পাঞ্জাবের এবারই আইএসএলে অভিষেক হচ্ছে। আই লিগের অধিকাংশ ফুটবলারকেই ধরে রেখেছে পঞ্জাব।অন্য দিকে গতবারের আইএসএল চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের কাছে এবার খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ।

আজ মাঠে নামার আগে বাগান কোচ ফারনানদো বলেছেন, ’’’’ডুরান্ড কাপ অতীত। এখন পঞ্জাব ম্যাচ নিয়েই ভাবছি। গত বারের আই লিগ চ্যাম্পিয়ন ওরা। ভালো দল। গতবারের দলটাকেই ধরে রেখেছে। ওদের হালকা ভাবে দেখা চলবে না। ৯০ মিনিটই এখন আমার ফোকাসে। একই সঙ্গে তিনটে টুর্নামেন্ট খেলতে হচ্ছে। এ বারের আইএসএল আরও কঠিন। খেতাব ধরে রাখার কঠিন লড়াইয়ে নিজেরা উজাড় করে দিতে তৈরি।’’’’

“আমিও বযাগিংয়ের শিকার“, প্রকাশ্যে ক্ষোভ যাদবপুরের উপাচার্য্যর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। ছাত্রমৃত্যু ঘিরে যখন উত্তাল পরিস্থিতি, সেই সময় অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পান। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার দেড় মাসের মাথাতেই বীতশ্রদ্ধ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ।

লাগাতার ছাত্র আন্দোলনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরাসরি মুখ খুললেন তিনি। জানালেন, তিনিও বযাগিংয়ের শিকার হচ্ছেন। বড় মাথারা ইন্ধন জোগাচ্ছেন ছাত্রদের। কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দেওয়া হচ্ছে না তাঁকে।

শনিবার সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন বুদ্ধদেববাবু। তিনি বলেন, ’আমারও পদত্যাগ দাবি করছেন। অন্যায্য দাবি করছেন পড়ুয়ারা, আমার পদত্যাগ চাইছে। আমিও বযাগিংয়ের শিকার। কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দিচ্ছে না। এর পিছনে বড় মাথা রয়েছে। কোনও সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দিচ্ছে না। চাপ নিতে না পেরে ডিন অফ স্টুডেন্টস হাসপাতালে ভর্তি।’

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে সন্দিহান তেজস্বী, বললেন কেউ জানেন না কবে বাস্তবায়ন হবে

পাটনা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহিলা সংরক্ষণ বিল বাস্তবায়ন নিয়ে সন্দিহান বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব, বললেন কেউ জানেন না কবে বাস্তবায়ন হবে এই বিল। উল্লেখ্য, সংসদের উভয়কক্ষে ইতিমধ্যেই পাস হয়েছে মহিলা সংরক্ষণ বিল। বিল পাসে খুশি দেশের নারী শক্তি।

শনিবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেজস্বী যাদব বলেছেন, ’এই আইন কবে কার্যকর হবে? কারও কাছে কি এর উত্তর আছে? যদি এটি কার্যকর না হয় তবে আইনের অর্থ কী? কেন তারা ওবিসি, পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যালঘুদের এই বিলে সংরক্ষণ দেয়নি?’

রাজস্থান পৌঁছলেন রাহুল গান্ধী, স্বাগত জানালেন গেহলট-সহ দলীয় কর্মীরা

জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দলীয় কর্মসূচি নিয়ে রাজস্থান সফরে পৌঁছেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। শনিবার সকালে রাজস্থানে পৌঁছলে রাহুল গান্ধীকে স্বাগত জানান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও অন্যান্য দলীয় কর্মীরা। রাহুল গান্ধীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। এদিনই রাজস্থানে আসেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। তাঁদেরও স্বাগত জানান অশোক গেহলট। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এদিন জয়পুরে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রাক্তন সিপিএম নেতার বাড়িতে রাজ চক্রবর্তী, প্রশ্ন নানা মহলে

বারাকপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। দলমত ভিন্ন। তা সত্ত্বেও বিরোধী দলের প্রাক্তন সাংসদ তড়িৎবরণ তোপদারের বাড়িতে গেলেন তৃণমূলের তারকা বিধায়ক তথা পরিচালক রাজ চক্রবর্তী। শুক্র রাতে আচমকা কেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম নেতার বাড়িতে গেলেন তৃণমূল বিধায়ক, তা নিয়ে দানা বেঁধেছে জল্পনা। রাজনৈতিক কারণ নাকি অন্য কিছু, চলছে জোর আলোচনা।

ব্যারাকপুর এলাকায় একসময়ের দাপুটে সিপিএম নেতা তড়িৎবরণ। বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে বেশ কয়েক বার সাংসদও নির্বাচিত হন তিনি। শুক্রবার আচমকাই তাঁর বাড়িতে হাজির হন বারাকপুরের তৃণমূল বিধায়ক রাজ। বেশ কিছু ক্ষণ কথা হয় তাঁদের মধ্যে।

রাজনৈতিক জল্পনা উড়িয়ে তড়িৎবরণের সঙ্গে সাক্ষাৎকে সৌজন্য-সাক্ষাৎ বলে উল্লেখ করেছেন রাজ। তড়িৎবরণের ছেলে নীলাদ্রি তোপদার যদিও জানিয়েছেন, বারাকপুর নিয়ে ছবি তৈরি করতে চান চিত্রপরিচালক থেকে বিধায়ক হওয়া রাজ। সেই কারণেই বাড়ি বয়ে গিয়ে তড়িৎবরণের সঙ্গে সাক্ষাৎ।এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন নীলাদ্রি। তিনি বলেন, ’উনি (রাজ) বাবাকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরি করবেন। বাবা বাড়িতেই ছিলেন। তবে কী কথা হয়েছে বলতে পারব না। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখলাম। বাবার সঙ্গে বারাকপুরের রাজনীতি নিয়ে কথা হয়েছে বলে জানলাম। আগে কী পরিস্থিতি ছিল, এখন শান্ত হল কী করে এলাকা, সেই নিয়েই কথা হয় তাঁদের মধ্যে।’

মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার কাছে সমুদ্রে ভূমিকম্প

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার সাগরে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এই ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৮। ভূমিকম্পের ফলে এলাকাবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, শুক্রবার বিকেল ৫টা ১৯ মিনিটে যে ভূমিকম্পটি হয়েছিল, রিখটার স্কেলে এর তীব্রতা ছিল ৩.৮ ছিল। ভূমিকম্পবিদ জেএল গৌতম শনিবার ভূমিকম্পের তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, পালঘর উপকূল থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মুম্বইয়ের প্রায় ৭৮ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গভীর সমুদ্রে ভূমিকম্পের কম্পন অনুভূত হয়েছিল।

ঘর্মাক্ত গরম থেকে স্বস্তি পেল চন্ডীগড় ও দিল্লি

চন্ডীগড়, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বৃষ্টির সৌজন্যে ঘর্মাক্ত গরম থেকে স্বস্তি পেল চন্ডীগড়, প্রাণ ফিরে পেল রাজধানী দিল্লিও। শনিবার মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে চন্ডীগড়ে, বেলার দিকে বৃষ্টি হয় দিল্লিতেও। শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়েছে দিল্লি ও এনসিআর অঞ্চলে।

বৃষ্টির দরুন তাপমাত্রার পারদ নেমেছে দিল্লিতে। দিল্লিতে শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে যায়। যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। আগামী ২৪ ঘন্টা মূলত মেঘলা থাকবে দিল্লি ও সংলগ্ন অংশের আবহাওয়া। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে।

মুম্বইয়ের একটি আবাসনে আগুন লেগে মৃত ৬০ বছরের বৃদ্ধ

মুম্বই, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : মুম্বইয়ের একটি আবাসনে আগুন লেগে মৃত এক বৃদ্ধ। পুলিশ জানিয়েছে, মুম্বই শহরের দাদার এলাকায় শনিবার একটি আবাসনের ১৩তলায় আগুন লেগে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে।

দমকল বিভাগের কর্মীরা জানিয়েছেন, মৃতের নাম শচীন পাটকর। বয়স ৬০ বছর। শনিবার সকাল ৮টা ৩৭ নাগাদ আগুন লাগে। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মুম্বইয়ের দাদার এলাকার হিন্দু কলোনিতে রেনট্রি আবাসনের ১৩তলায় আগুন লাগে। আবাসনটিতে ১৫তলা অবধি রয়েছে, তারই ১৩ তলায় শনিবার সকালে আগুন লেগে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। বিষাক্ত ধোঁয়ায় নিঃ

রাতের শহরে পথ দুর্ঘটনা, সাইকেল আরোহীকে পিষে দিল ট্রাক

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। ফের বেপরোয়া গতির বলি এক ব্যক্তি। শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। দ্রুত গতির একটি ট্রাক পিষে দিয়ে বেরিয়ে যায় এক সাইকেল আরোহীকে।

মৃত ব্যক্তির নাম-পরিচয় এখনও জানা যায়নি। পুলিশকর্মীরা ওই ব্যক্তির পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন এবং বাড়ির লোকজনের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে। ঘাতক ট্রাকটিকে ইতিমধ্যেই আটক করা হয়েছে।চালক পলাতক। ঘাতক গাড়ির চালক ও খালাসির খোঁজ চালাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা।

জানা যাচ্ছে, ঘাতক ট্রাকটি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ থেকে টালার দিক যাচ্ছিল। সেই সময়েই শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ের সামনে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। রাস্তার ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন মাঝবয়সি এক সাইকেল আরোহী। দ্রুত গতির ট্রাকটি রাস্তার উপর সাইকেল আরোহীকে পিষে দিয়ে বেরিয়ে যায়।

রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিলেন ওই ব্যক্তি। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। কিন্তু ততক্ষণে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছিল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

স্বাধীনতার লড়াইয়ে আইনি ভ্রাতৃত্বের বিশাল ভূমিকা ছিল : প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারত সম্প্রতি স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করেছে। স্বাধীনতার এই লড়াইয়ে আইনি ভ্রাতৃত্বের বিশাল ভূমিকা ছিল। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের সম্মেলন-২০২৩-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। এদিন নিজের বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ’অনেক আইনজীবী নিজেদের প্র্যাকটিস ছেড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। আজ বিশ্ব ভারতকে কেন বিশ্বাস করে, এ জন্য ভারতের স্বাধীন বিচার বিভাগের একটি প্রধান ভূমিকা রয়েছে।’

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ’এক মাস আগে, ভারতই প্রথম দেশ হয়ে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছেছিল। আমরা ২০৪৭ সালের মধ্যে একটি উন্নত (দেশ) হওয়ার জন্য কাজ করছি। এর জন্য প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ, শক্তিশালী এবং স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা... আমি আশা করছি এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা সবাই একে অপরের কাছ থেকে শিখতে পারব। সাইবার সন্ত্রাস, মানি লন্ডারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এর অপব্যবহার-এগুলোর জন্য আমাদের একটি বৈশ্বিক কাঠামো দরকার।’ প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, ’আইনের ভাষা এবং সরলতা বিচার প্রদান ব্যবস্থার আরেকটি ক্ষেত্র যা নিয়ে খুব বেশি কথা বলা হয় না... আগে যে কোনও আইনের খসড়া খুবই জটিল ছিল। আমরা এর সমাধান খোঁজার চেষ্টা করছি। ডেটা সুরক্ষা আইন সহজ করার জন্য আমরা প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছি।’

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সাদর অভ্যর্থনা বারাণসীতে, ফুল ও শঙ্খধ্বনিতে অভ্যর্থনা

বারাণসী, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বারাণসীতে কাশীর বাসিন্দারা ও বিজেপি কর্মীরা সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। শনিবার ফুল, শঙ্খধ্বনি সহযোগে ও ঢোল পিটিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা ও কাশীর মানুষ। প্রধানমন্ত্রী জনসাধারণকে শুভেচ্ছা জানিয়ে গঞ্জারিতে বিধানসভা মঞ্চে পৌঁছন। শনিবার গঞ্জারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি। জনপ্রিয় সব ক্রিকেটারদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা। প্রধানমন্ত্রী মোদী বারাণসীতে মোট ১, ৫৬৫ কোটি টাকার প্রকল্প উপহার দেবেন। রুদ্রা কনভেনশন সেন্টারে সাংসদদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে তাদের সম্মানিতও করারও কর্মসূচি রয়েছে শনিবার।

সাংসদরা প্রতিযোগিতা কাশী, ২০২৩ পোর্টালের উদ্বোধনও করবেন। নারীদের সংরক্ষণের জন্য আনা নারী শক্তি বন্দন আইন লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হওয়ার পর প্রথমবারের মতো তাদের সংসদীয় এলাকায় প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে নারীশক্তি।

প্রবল বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত নাগপুরে, জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা

নাগপুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): একনাগাড়ে ও প্রবল বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। স্বাভাবিক জনজীবন একেবারে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নাগপুরের ক্যানাল রোড রামদাসপেট এলাকা একেবারে জলের তলায়, বাড়িতেও ঢুকে পড়েছে জল। আবার আম্বাঝারি লেক সংলগ্ন এলাকায় জলের মধ্যে আটকে পড়া ৬ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করেন জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা।

নাগপুরের সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জেলা কালেক্টর ডঃ বিপিন ইটানকার বলেছেন, ’সারারাত ধরে ১০০-১২৫ মিলিমিটার বৃষ্টির জন্য আম্বাঝারি লেকের জল বেড়েছে। এর ফলে নীচু এলাকায় জল জমে গিয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ও রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ২০০-৩০০ জনকে উদ্ধার করেছেন। সমস্ত মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন করছি, নীচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষজনকে নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ারও অনুরোধ করছি।’

সাগর দত্ত হাসপাতালে দালালরাজের অভিযোগ মদন মিত্রর

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। সাগর দত্ত হাসপাতালে দালালরাজ নিয়ে সরব কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। মোটা টাকার বিনিময়ে আইসিসিইউ-র বেড থেকে রক্ত বিক্রির অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল বিধায়কের। খবর পেয়ে পরিস্থিতি দেখতে হাসপাতালে ছুটে আসেন তিনি। দালালরাজ ঘিরে একাধিক অভিযোগ করেন তিনি। শুক্রবার রাতের পর শনিবারও ফের সাগর দত্ত হাসপাতালে যান মদন মিত্র। আগামী মঙ্গলবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠকও ডেকেছেন তিনি।কামারহাটির বিধায়কের অভিযোগ, সাগর দত্ত হাসপাতালে আইসিসিইউ-র জন্য ৬০০০ টাকা, রক্তের জন্য ১৭০০ টাকা দর। অভিযোগ, রমেন হালদার নামে এক রোগীকে ভর্তি করার জন্য তাঁর পরিবারের কাছে সিসিইউ-র বেডের জন্য ৬ হাজার ও রক্তের জন্য ১৭০০ টাকা দাবি করে দালালরা। পাশাপাশি প্রশাসনকে পদক্ষেপ নেওয়ার অনুরোধ, তৃণমূল বিধায়কের।মদন মিত্রের বক্তব্য, ”পুলিশ ও প্রশাসনের কাছে গোটা বিষয়টা দেখতে বিধায়ক হিসেবে জানাচ্ছি। প্রয়োজন পড়লে তাঁদের পায়ে পড়ে অনুরোধ করব, যে আপনারা মানুষগুলোকে এভাবে মরতে দেবেন না।”মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশে ফিরলে তাঁকেও গোটা ঘটনা জানাব বলেই জানান মদন মিত্র। কামারহাটির বিধায়কের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী ফিরলে চিঠি দেব। তাঁর ব্রেন চাইল্ড যা করোনার সময় হাজার হাজার মানুষকে সুস্থ করেছে, সেখানেই চলতে থাকা দালালরাজ আপনার মুখে চুন-কালি দিচ্ছে।” এর আগে হাসপাতালে দালালরাজের অভিযোগ তুলে এসএসকেএম বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল।সাগর দত্ত হাসপাতালে গিয়ে মদন মিত্রের খেদ, ”দালালদের কাছে সরকার মাথা নত করে নেবে ? এটা হতে পারে না”। সাগর দত্ত হাসপাতালে বেড পেতে যেমন দালালরা অর্থ দাবি করছে তেমনই সেখান থেকে পিজিতে নিয়ে যেতে ৫ হাজার টাকা দাবি করা হচ্ছে বলেই অভিযোগ মদন মিত্রর। প্রত্যেক রাতে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে রক্ত বিক্রি হয় বলেও অভিযোগ শানিয়েছেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক।

নিখোঁজ বধূ

● প্রথম পাতার পর
এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। ওই গৃহবধূ ছেলে এবং মেয়েকে বাড়িতে রেখে চলে যায়। কিছু দিন আগে গৃহবধূ রীতা দেবের সাথে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নান্টু নাথের অবৈধ সম্পর্ক ধরা পড়ে। গত ২১-৮-২৩ তারিখে রীতা দেব ও নান্টু নাথকে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে দেখে নান্টু নাথের আত্মীয় পরিজনরা হাতে নাতে ধরে ফেলে এবং উত্তম মধ্যম দিয়ে কদমতলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পরবর্তীতে সরসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দিলীপ গোস্বামী সহ মেম্বার গোপাল দেব সহ অন্যান্য অন্যান্যরা কদমতলা থানাতে এক বৈঠকের মাধ্যমে এই বিষয়টি মীমাংসা করে স্ত্রীকে স্বামীর নিজ হাতে তুলে দেন। এরপর থেকে প্রায় সময় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচণ্ড ঝগড়া হতো।ধারণা করা হচ্ছে, নিজের স্বামীকে শায়েস্তা করতে এবং স্বামীকে ব্ল্যাকমেল করার উদ্দেশ্যে হয়তো স্ত্রী নিজে আত্মগোপন করেছে। ঘটনার তদন্ত করছে কদমতলা থানার পুলিশ।

আটক

● প্রথম পাতার পর
বাকি দু'জনের ১২ বছর ছিল। শনিবার দুপুরে মধুপুর থানায় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।
আরো জানা যায় , বাংলাদেশের রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে তাঁরা এসেছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর কলমচৌড়া থানা এলাকায় তাদের আটক করে পুশব্যাক করা হয়েছিল। এবার তারা কমলাসাগর সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যপালকে ফের আক্রমণ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসকে ফের আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। গান্ধী মূর্তির পাদদেশে যেখানে দীর্ঘদিন ধরে এসএসসি 'পরীক্ষায় উত্তীর্ণ' কর্মপ্রার্থীরা বিক্ষোভ করছেন, শনিবার তার পাশেই তৃণমূল সমর্থিত শিক্ষকদের এক সমাবেশে তিনি ভাষণ দেন। যদিও কর্মপ্রার্থীদের কাছে যাননি ব্রাত্য বসু।শিক্ষামন্ত্রী এদিন বলেন, ”রাজভবনে কবি বসে আছেন। এই কবি কামার বা কুমোরের নয়, এই কবি রাজার। দুটো দর্শনের লড়াই চলছে, একদল কুক্ষিগত করতে চায়। একদল বলতে চায়, আমি চালভাজা, আমিই মুড়ি। একটা সাদা হাতির মতো পদ রাখার কী যৌক্তিকতা আছে?”
এই সঙ্গে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বড় রকমের আন্দোলন শুরু হতে যাচ্ছে বলে প্রকাশ্যেই মন্তব্য করেন। যদিও ওই আন্দোলন কবে থেকে শুরু হবে, বা কী ধরণের হবে তা নিরে এদিন তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

এশিয়ান গেমস টেবল টেনিসে শেষ-১৬য় হরমীতরা

হানঝাউ, ২৩ সেপ্টেম্বর(হি.স.): এশিয়ান গেমসের টেবল টেনিসে এগিয়ে চলেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। টিটিতে একের পর এক ম্যাচ জিতে পদকের আশা বাড়াচ্ছেন ভারতীয় প্যাডলাররা। আজ, ২৩ সেপ্টেম্বর টেবল টেনিসে পুরুষ ও মহিলাদের দলগত ইভেন্টের প্রথম ম্যাচে সুতীর্থা-ঐহিকারা নেপালকে দাপটের সঙ্গে হারিয়েছে। পুরুষদের দলগত ম্যাচে হরমীত-মানবরা হারিয়েছেন তাজাকিস্তানকে।এরফলে পুরুষদের দলগত ইভেন্টের শেষ-১৬-তে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। আর মহিলা টিটি টিমও পরের রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছে।

করিমগঞ্জে গ্রামীন রাস্তার নির্মাণ কাজে অনিয়মের অভিযোগ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শ্রীগৌরী মাধবধাম থেকে হরিটিকর ফেরি ঘাট পর্যন্ত আধ কিলোমিটারের অধিক গ্রামীণ রাস্তার কাজে ব্যপক নয়ছয় চলছে। অভিযোগ, নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যবহৃত হচ্ছে।শনিবার নাহারপুরে দাঁড়িয়ে এমনই অভিযোগ করেন স্থানীয় বাহারুল ইসলাম, লুকুস আলী, আব্দুল জলিল সহ অন্যরা। তারা অভিযোগ করে বলেন, বদরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কের ভাই এই রাস্তার কাজ করছেন। বিধায়কের ভাই হওয়ার ফলে নিজের মর্জি মাফিক নিয়ম বহির্ভূত কাজ করছেন ওই ঠিকাদার। একদিকে কাজ চলছে তো অন্য দিকে কাজ করা স্থানে স্থানে ফাটল দিতে শুরু করেছে। এর কারণ নিম্ন মানের সামগ্রী ব্যাবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন বাহারুল ইসলামরা। কাজের গুণগত মান সঠিক করার জন্য বিভাগীয় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করেন এলাকার জনসাধারণ।

ডাক ৩০ শে

● প্রথম পাতার পর
বনধ চলবে। বনধের আওতার বাইরে থাকবে জরুরি পরিষেবা। এবং এ বনধ যদি বাইরে থেকে কোন সংগঠন, দল বা কোন অংশের মানুষ সমর্থন করে তাহলে স্বাগত জানানো হবে।
এদিন তিনি বলেন, এই দাবি জনজাতিদের অধিকার আদায়ের জন্য। দিল্লি গিয়ে যতবারই সরকারের সাথে আলোচনায় বসেছে ততবারই জনজাতিদের অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়েছে।জনজাতিদের নতুন প্রজন্মের সুরক্ষার জন্য সাংবিধানিক দাবি পূরণের জন্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।
এদিন তিনি আরো বলেন, উপনির্বাচনে দুটি আসনে ত্রিপুরা মথা লড়াই করে শাসকদলের স্বার্থে ভোট কাটাকাটি করেছে। বিগত বিধানসভায় নির্বাচনের পর এই অভিযোগটি ওঠার পর উপ নির্বাচনে প্রার্থী না দেওয়াই সিদ্ধান্ত নিয়েছে মথা।সিপিআইএমের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন কিভাবে রেগিং করতে হয় তা জানার জন্য সিপিআইএম বই লিখেছে। তারা বিগত বিধানসভায় নির্বাচনে বিরোধীদের সাথে কথা বলে আবার কাউকে না জানিয়ে ৪৭ টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে নেয়। সুতরাং সিপিআইএমের ভূমিকা নিয়ে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।
আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এডিসি -র চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা, দলের নেতা মেবার কুমার জমাতিয়া সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
উল্লেখ্য, দিশেহারা মুকুটহীন রাজা কর্মীদের কাছে ক্রমশ গ্রহণ যোগ্যতা হারাচ্ছে তিপ্রা মথা দল। দল ছাড়ার হিড়িক পড়েছে দলের অভ্যন্তরেই। মাঝে মধ্যেই প্রকাশ্যে কিংবা দলের অভ্যন্তরে ক্ষোভ উগড়ে দিচ্ছেন নেতৃত্ব। জনজাতিদের বিশ্বাসে ধরেছে চিড়। এই অবস্থায় আন্দোলন মুখী হয়ে দলকে চাঙ্গা করতে ফের একবার দিল্লী মুখী রাজনীতি প্রিয় নেতা প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। পূর্বেও বহুবার আন্দোলনের ঘোষণা দিয়ে তা কার্যকর করার ক্ষেত্রে পিছিয়ে এসেছিলেন মথা সুপ্রিমো।

ব্যবসায়ীদের

● প্রথম পাতার পর
পর্যন্ত ইলিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় বাসিন্দারা ইলিশ পেতে সংশয়ে আছেন।কলকাতার ফিশ ইম্পোটার্স এসোসিয়েশনের সচিব সৈয়দ আনোয়ার মকসুদ বলেন, এমনিতেই প্রায় চার হাজার মেট্রিক টন ইলিশ বাংলাদেশ সরকারের নির্ধারিত ৩০ অক্টোবরের মধ্যে আমদানি করা কঠিন হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশে ইলিশ ধরার ওপরে নিষেধাজ্ঞা শুরু হচ্ছে ১২ অক্টোবর থেকে। তার মানে আমরা আমদানি করার সময় পাব ১১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই কয়েকদিনে এত ইলিশ কীভাবে আমদানি করা সম্ভব? তার কথায়, প্রাথমিকভাবে প্রায় চার হাজার মেট্রিক টন ইলিশ আনার অনুমোদনের সময়সীমা ছিল ৪০ দিনের। এখন তো সেটা দাঁড়াচ্ছে মাত্র ২২ দিনে। ভারতের আমদানিকারক আর বাংলাদেশের রপ্তানিকারক- উভয়ের পক্ষেই এত মাছ আমদানি-রপ্তানি সম্ভব নয়। তাই আমরা আবেদন করেছি ১১ অক্টোবর পর্যন্ত ইলিশ আসুক, আর ৩৯৫০ টনের মধ্যে যতটা বাকি থাকবে, সেটা যেন নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পরে আবারও চালু করা যায়।কলকাতা উপ-দূতাবাসের প্রেস সেক্রেটারি রঞ্জন সেন জানিয়েছেন, চিঠি তারা পেয়েছেন এবং সেটি ঢাকায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেবেন।

কন্যার

● প্রথম পাতার পর
তাই অনসূয়া ঘোষের পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মেয়ের মাথার এই চুল স্বেচ্ছায় দান করবেন। সেই সিদ্ধান্ত থেকেই শিশু বিহার স্কুলে কেজি ২ তে পাঠরত ছাত্রী অনসূয়া ঘোষের পিতা মাতা ক্যান্সার আক্রান্ত মহারাষ্ট্রের নিবাসীনি সংঘমিত্রা শালিগ্রাম মানের মুখে হাসি ফুটানোর জন্য তার মেয়ের চুল পাঠিয়েছেন।এ বিষয়ে ছোট্ট অনসূয়া ঘোষের মাতা সীমা চাকমা জানিয়েছেন, তারা এই কাজটি করতে পেরে খুবই আনন্দিত। ছোট্ট বয়সেই সমাজের জন্য যে কাজটি করেছে তাদের অনসূয়া ঘোষ তাতে খুব খুশি পাশাপাশি পিতা-মাতা সহ গোটা পরিবার অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য জনগণকে আবেদন জানিয়েছেন।

বামেদের

● প্রথম পাতার পর
নয় গ্রামীন এলাকাতেও এর প্রভাব পড়বে বলে জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। টাউন হলে আয়োজিত এই দিনের কনভেনশনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অন্যান্য নেতৃত্ব।

ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা নিয়ে চিন্তিত খোদ মেয়র

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। "কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শারোদোৎসব শুরু হয়ে যাবে। সেই সময় কি ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব?" শনিবার এই প্রশ্নের জবাবে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ডেঙ্গির উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার আশ্বাস দিতে পারছেন না। তাই উৎসবের মরসুমে কলকাতাবাসীকে ডেঙ্গি নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই থাকতে হবে বলে মনে করছে শহরবাসীদের একাংশ।মেয়র বলেন, "আমরা যতটা সম্ভব প্রস্তুতি নিচ্ছি। অন্যান্য শহরের তুলনায় এখনও কলকাতায় ডেঙ্গি অনেকটা কম। সেটা যাতে কম থাকে, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি। যে হেতু এখন আর লকডাউন নেই, করোনা নেই, মানুষের চলাচল রয়েছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মানুষ যাওয়া-আসা করছে। মানুষের এ রকম চলাচলের কারণেই ডেঙ্গি ছড়িয়ে পড়ছে। কোথায় মশা কামড়াচ্ছে, তা তো বলা মুশকিল।"তিনি বলেন, "আমরা প্রচার আরও বাড়াচ্ছি। মানুষ যাতে সচেতন হয়, সেই চেষ্টা করে যাচ্ছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে কাজগুলো রয়েছে, তার অন্যতম হল এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। নজরদারি আরও বাড়িয়ে দেওয়া। ডেঙ্গি ধরা পড়লে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এবং তেমন পরিস্থিতি হলে ব্লাড কাউন্ট পরীক্ষা করা, যাতে আক্রান্তকে সাহায্য করা যায়।"মেয়র বলেন, "প্রচারও হবে, পুজোও হবে। যেখানে আমরা জন্মেছি, সেই জায়গার উপর দিয়ে ক্রান্তীয় রেখা গিয়েছে। সেখানে প্যাচপেচে আবহাওয়া থাকবে। সেখানে ডেঙ্গি ও আমাশয় হবে। তার মধ্যেই আমাদের লড়াই করতে হবে।"
উল্লেখ্য, শুক্রবারই কলকাতা পুরসভা থেকে ডেঙ্গি আক্রান্তদের সংখ্যা প্রসঙ্গে যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে, তা উদ্বেগজনক। কলকাতা পুরসভার তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা ৩৮০৩ জন। ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সংখ্যা ছিল ২৭৯০। এর মধ্যেই আক্রান্তের সংখ্যা ১০১২ বেড়ে গিয়েছে। এদিকে, চলতি বছরে ডেঙ্গি সংক্রান্ত তথ্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে দেয়নি বলে দাবি সেন্টার ফর ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্টোল প্রোগ্রামের। কেন্দ্রীয় সংস্থার ওয়েবসাইটে উল্লেখ রয়েছে, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গই এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গি সংক্রান্ত কোনও পরিসংখ্যান দেয়নি। এ নিয়ে শনিবার সুর চড়ালেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।চরিত্র বদলে আরও ভয়ঙ্কর ডেঙ্গি ! সময়ে রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে চিকিৎসকদের। স্বাভাবিকভাবেই ডেঙ্গির দাপট নিয়ে সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছে। এই উদ্বেগের মধ্যেই নতুন বিতর্ক দানা বাঁধল। এর আগে ২০১৮ এবং '১৯ সালেও রাজ্যের বিরুদ্ধে ডেঙ্গি সংক্রান্ত তথ্য না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। চলতি বছরেওএইঅভিযোগ উঠেছে।এ নিয়ে সুর চড়িয়েছেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। বলেন, 'যা ক''দিন ধরে বলছিলাম, তা আরও একবার স্পষ্ট হল। সেন্টার ফর ভেক্টর বোর্ন ডিজিজ কন্টোল প্রোগ্রামের তথ্য বলছে রাজ্য সরকার ডেঙ্গির কোনও পরিসংখ্যান দেয়নি। রাজ্য সরকার তো ডেঙ্গির পরিসংখ্যান দেয় না। ডেঙ্গিটাকে তো গোপন করে। অজানা জ্বর বলে। আসলে সত্যকে গোপন করা। রাজ্য সরকার, পুরনিগম ব্যর্থ হচ্ছে। এখন সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক। এখন তদ্বির করা হচ্ছে, কোথায় কী খতিয়ে দেখা হচ্ছে ! দেখাটা জরুরি ছিল, জুলাই-আগস্ট মাসে। যখন বর্ষাটা বাড়ছে তখন। এখন কেন ? এখন তো যা সর্বনাশ হওয়ার হয়ে গেছে। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং অস্বীকার করা হয়েছে তথ্যকে। তথ্য গোপন করলে মানুষের লাভ হবে না।'

থমকে গেল বিধানসভাকে এড়িয়ে রাজভবনে ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথ

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। মুখ্যিমন্ত্রীকে রাজ্যাপাল রাজভবনে শপথ নেওয়াতে পারেন।কিন্তু বিধায়করা শপথ নেন বিধানসভায়। কিন্তু রাজভবন থেকে ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মল রায়কে ফোনে জানানো হয় শনিবার রাজভবনেই তাঁর শপথ। বেলা সাড়ে চারটায়ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথ নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছিল। তাঁর নিজেরও বক্তব্য জিল, গত ৮ সেপ্টেম্বর তিনি ভোটে জিতলেন। এর পর এলাকার ভোটদাতারা নানারকম চিঠি বা সইয়ের জন্য আসছেন। কিন্তু শপথ গ্রহণ না হওয়ায় সেই পরিষেবা স্থানীয় নাগরিকদের দিতে পারছেন না। রাজভবন থেকে বিধায়ক নির্মল রায়কে সরাসরি ফোন করা হয়েছিল। রাজভবনে এসে শপথ নিতে তাঁর কোনও অসুবিধা আছে কি না জানতে চাওয়া হয়। বারবার রাজভবনের উদ্যোগে একজনমাত্র বিধায়কের শপথ নিয়ে এমন জটিলতা কেন হবে প্রশ্ন ওঠে সেখানেই।বিধানসভাকে এড়িয়ে কেন এমন পদক্ষেপ করতে চাইছে রাজভবন? বিধানসভার অধ্য ক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে বলেন, "পরিষদীয় রীতিনীতি এড়িয়ে এভাবে রাজভবনের কোনও পদক্ষেপ গণতন্ত্রের পক্ষে ভালো দৃষ্টান্ত নয়।" আপত্তি জানিয়েছেন প্রবীন মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ও।যতটুকু জানা গিয়েছে, তাতে চলতি সপ্তাহে ওই বিধায়কের শপথ নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় রাজভবন থেকে। শনিবার বিধানসভায় কাজ হয় না। পুরোপুরি বন্ধ থাকে। তা জানানোর পর রাজভবনে এসে বিধায়কের শপথ নেওয়ার বিষয়টি জানানো হয়।বিধায়কের ক্ষেত্রে রাজভবনে শপথ নেওয়ার তেমন কোনও নজির নেই। যদিও এক্ষেত্রে রাজ্যিপাল চাইলে নিজে যে কোনও বিধায়ককে শপথ নেওয়াতেই পারেন। তবে বিধানসভার তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে, রাজ্যাপাল চাইলে তিনিই শপথ নেওয়ান। কিন্তু তা বিধানসভায় এসেই নেওয়ান। বিধানসভার সচিবালয় থেকেও প্রকাশ্যে যদিও কিছু স্পষ্ট করে বলা হয়নি। সূত্রের খবর, নির্দিষ্টি সময়ে শেষ পর্যন্ত নির্মল রায় রাজভবনে আসেনি। তাঁর শপথ গ্রহণও হয়নি।

"মেরি মাটি মেরা দেশ" কর্মসূচির অধীনে অমৃত কলস যাত্রার আয়োজন

কিষাণগঞ্জ, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : "মেরি মাটি মেরা দেশ" কর্মসূচির অধীনে অমৃত কলস যাত্রার সূচনা হল শনিবার। অমৃত কলশ যাত্রা কর্মসূচির পরিপ্রেক্ষিতে স্বর্ণজিৎ শর্মা এবং এসএসবি ঠাকুরগঞ্জের নির্দেশনায় "মেরি মাটি মেরা দেশ" কর্মসূচির অধীনে কর্পের সমস্ত ইউনিটে অমৃত কলশ যাত্রার আয়োজন করা হয়।
এই কর্মসূচি চলাকালীন "মেরি মাটি মেরা দেশ" কর্মসূচির অধীনে সৈন্যরা গ্রামে গ্রামে ব্যাপক আড়ম্বরের সঙ্গে অমৃত কলশ যাত্রা বের করে। এই কর্মসূচির আওতায় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মাটি সংগ্রহ করে গ্রামে গ্রামে বিতরণ করা হয়। ব্লক এবং তারপর ব্লক পর্যায় থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত এই মাটি সংগ্রহ করে বিতরণ করা হয়। রাজধানী নয়াদিল্লি পর্যন্ত কলশ যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে।
"আজাদি কা অমৃত মহোৎসব" উপলক্ষে দেশের সাহসী যুবক-যুবতীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং দেশের মহান ব্যক্তিত্বদের সম্মানে "মেরি মাটি মেরা দেশ" অমৃত কলশ যাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। ভারত-নেপাল ও ভারত-ভুটান সীমান্তের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩১টি জেলার গ্রামের মাটি, ব্লক স্তরে নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর সব মাটি একসঙ্গে মেশানো হবে। তারপর সব মাটি নয়াদিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। দিল্লিতে জাতীয় যুদ্ধ স্মৃতিসৌধের কাছে একটি অমৃত বাটিকা নির্মাণ করা হবে। এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সশস্ত্র সীমা বলকে।

হচ্ছে' 'হবে' করে কাটান মেয়র বেআইনি দখল আটকাচ্ছে কে?

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। কলকাতা শহরের কয়েকটি জায়গায় বেআইনি নির্মাণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগ শুধু শোনা যাচ্ছে এমন নয়। খোদ 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে ফোন করে তা জানাতে শুরু করেছেন নগরবাসী। আর তা শুনে বেজায় ক্ষিপ্ত মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আবার বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ।পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের সীমানাঘেঁষা পঞ্চান্নগ্রাম খালের পাশে, বাঘাযতীন যাওয়ার পথে বেশ কিছুটা জায়গা দখল করে পাকা ঘর তৈরি করেছে স্থানীয় ছেলেরা। তৈরি হয়েছে ক্লাবঘরও। ওই রাস্তার অপর প্রান্তে তৈরি হয়েছে তৃণমূলের দলীয় অফিস।কিছুকাল আগে খোদ বাঘাযতীন এলাকায় একটি বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে বাধার মুখে পড়তে হয় কলকাতা পুরসভার কর্মীদের। কারণ সেখানে বাড়ি ভাঙার কাজ বন্ধ করতে ছুটে এসেছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর। পরে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ওই নির্মাণ ভাঙার প্রক্রিয়া শুরু হয়।বাধার মুখে পড়ার ঘটনা ঘটেই চলেছে বলে সূত্রের খবর। তাই এই ধরনের সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানে পুরসভার বিল্ডিং বিভাগকে কেন্দ্রীয় টিম তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে গার্ডেনরিচ থেকে ফোন আসে। আর এক জনৈক ব্যক্তি সেখানের বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন। এমনকী এই বেআইনি নির্মাণের জেরে ওই ব্যক্তির বাড়ি এবং রাস্তার সামনে নিকাশি পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। ওই বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না বলেও তাঁর অভিযোগ।এই কথা শুনে তিনি ওই ব্যক্তিকে আশ্বস্ত করেন এবং ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান। তারপর বিষয়টি নিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'বরো স্তরে অনেক সময় অফিসারদের উপর নানা ধরনের চাপ থাকে। তাই এমন বিষয়গুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় টিম পাঠানো প্রয়োজন।' বিল্ডিং বিভাগের ডিজি উজ্জ্বল সরকারকে এবার বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে কেন্দ্রীয় টিম গড়ে তোলার নির্দেশ দেন। কলকাতা পুরসভা থেকে ওই টিম শহরের বেআইনি নির্মাণ নিয়ে নজরদারি চালাবে। তারাই আবার ভাঙার কাজ করবে।আর কী জানা যাচ্ছে? কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, শহরের বেআইনি নির্মাণ ভাঙার জন্য যা করার এবার থেকে করা হবে। তার জন্য যদি কড়া পদক্ষেপ করতেও হয় তাতে পুরসভা পিছিয়ে আসবে না। এমন সিদ্ধান্তই নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কয়েক মাসে ৫০০—রও বেশি বেআইনি নির্মাণ ভাঙা হয়েছে। যদিও এই দাবি মানতে নারাজ শহরবাসী।আবার অনেক বেআইনি নির্মাণ ভাঙার ক্ষেত্রে বাধাও এসেছে। আপাতত পাঁচ সদস্যের একটি দল তৈরি রয়েছে। তবে খুব দ্রুতই কেন্দ্রীয় টিম তৈরি করে বেআইনি নির্মাণ ভাঙার অভিযানে নামবে পুরসভা। মেয়রের নির্দেশে এবার থেকে সব বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে এই টিম কাজ করবে।

আইআইটি-র অধ্যাপকদের কাছে প্রশিক্ষণ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিদের

কল্যানী, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আইআইটি খড়্গপুরের অধ্যাপকদের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন রাজ্যের সদ্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা। রাজ্যের ৩৪৫টি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রশাসনিক কাজকর্ম আরও সুদক্ষভাবে সামলানোর জন্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন আইআইটি খড়্গপুরের বিশেষজ্ঞরা।শুক্রবার কল্যাণীর বি আর আম্বেদকর ইনস্টিটিউট অব পঞ্চায়েত অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্টে এই বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদার এই কর্মশালার উদ্বোধন করলেন। কীভাবে আরও ভালভাবে প্রশাসন চালানো যায়, সাধারণ মানুষের জন্য নীতিগুলিকে কীভাবে আরও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সেই সব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এই কর্মশালায়।গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় স্তম্ভ হল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা। গ্রামাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন খাতে প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয়ে থাকে সরকারের তরফে। সেই টাকা পঞ্চায়েত স্তরের মাধ্যমেই মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয়। আর এক্ষেত্রে যাঁরা ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হন, বিশেষ করে যাঁরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি কিংবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হন, তাঁদেরও একটি বড় ভূমিকা থাকে।রাজ্যে ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ইতিমধ্যেই সব জায়গায় বোর্ড গঠন হয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থায় বাংলার ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে আরও সাজিয়ে তুলতে চাইছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের যাতে কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে চাইছে সরকার। তাই এবার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা কীভাবে আরও ভালভাবে, আরও দক্ষভাবে প্রশাসনিক কাজকর্ম সামলাতে পারবে, সেই ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন আইআইটি খড়্গপুরের বিশেষজ্ঞরা।

টেলেন্ট সার্চ স্কলারশিপের জন্য দরখাস্ত আহ্বান

করিমগঞ্জ (অসম) ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করিমগঞ্জে স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ ২০২৩-২৪ এর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এতে করিমগঞ্জের জেলা ক্রীড়া আধিকার জানিয়েছেন, জাতীয় ও রাজ্য স্তরে স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ স্কলারশিপ ২০২৩-২৪ এর জন্য দরখাস্তের ফর্ম ২২ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর জেলা ক্রীড়া আধিকারিকের কারালয়ে প্রদান করা হচ্ছে। প্রার্থীদের পূরণ করা দরখাস্তের ফর্ম আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওই একই কারালয় জমা দিতে হবে। এতে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের বয়স চলতি বছরের ৩১ মার্চ তারিখে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ১৯ বছর এবং ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের ২৫ বছর হতে হবে, সাথে ক্রীড়া ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। এই স্কলারশিপের সময় সীমা হচ্ছে ১ বছর। এতে কোন ছাত্র বা খেলোয়াড় কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোন সংস্থা বা এজেন্সি থেকে ওই বছরে স্পোর্টস স্কলারশিপ পেয়ে থাকে, তবে এই স্কলারশিপের জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

নাগরিক দিবস পালন আগামী ১ই অক্টোবর

করিমগঞ্জ (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বরিষ্ঠ নাগরিক দিবস পালন করা হবে করিমগঞ্জে। আগামী ১ই অক্টোবর এনিয়ে বিশেষ কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে আসাম সিনিয়র সিটিজেনসকরিমগঞ্জ জেলা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। অ্যাসোসিয়েশনের কার্যালয়ে এদিন আয়োজন করা হয়েছে আলোচনা সভা সহ মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে নির্ধারিত বরিষ্ঠ নাগরিকদের সংবর্ধনা প্রদান করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আসাম সিনিয়র সিটিজেনসকরিমগঞ্জ জেলা অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। এক প্রেস বার্তায় এই খবর জানিয়েছেন অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নির্মলেন্দু দত্ত।

াঙ্গন

কলকাতায় জাতীয় দাবায় সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু ত্রিপুরার অয়নজিতের চমক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। চমক দিলো আসরের খুদে দাবাড়ু ত্রিপুরার মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অয়নজিৎ নাগ। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ৪ বছর বয়সী ওই দাবাড়ু শনিবার পঞ্চম এবং ষষ্ঠ রাউন্ডে জয় পেয়ে কার্যত চমক দিলো। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত জাতীয় অনূর্ধ-৭ দাবা প্রতিযোগিতায়।

সারা বাংলা দাবা সংস্থার উদ্যোগে হচ্ছে আসর। সহযোগিতায় দাবা ফেডারেশন।

সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসাবে আসরে অংশ নেয় যদু নাগ এবং অর্পিতা চৌধুরির একমাত্র ছেলে অয়নজিৎ।

প্রথম ৪ রাউন্ডে লড়াই করে পরাজিত হওয়ার পর শনিবার সকালে স্বাগতিক পশ্চিম বাংলা এবং বিকেলে পাঞ্জাবের দাবাড়ুকে হারিয়ে দেয় প্রায় ২ ঘন্টা ধরে খেলে।

মেট্রিক্স চেস আকাদেমির বাকি ৩ দাবাড়ুও এদিন জয় পায়। ৬ রাউন্ড শেষে অয়নজিৎ, কানিষ্ক চৌধুরি এবং অবন্তিকা চক্রবর্তীর পয়েন্ট ২। দিবাঙ্গী শীলের পয়েন্ট ১। রাজ্যের অন্য দাবাড়ুদের মধ্যে রোহিল সাহা এবং দেবরাজ ভট্টাচার্যর পয়েন্ট ৩ এবং শুভায়ন দাসের পয়েন্ট আড়াই।

আগামীকাল সকালে সপ্তম এবং বিকেলে অষ্ঠম রাউন্ডের খেলা হবে।

শেষ প্রচেষ্টা : অবনমন থেকে রেহাই পেতে বীরেন্দ্র আজ রামকৃষ্ণের মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। শেষ চেষ্টা, মরণ কামড়, যাই বলি না কেন? সবকিছু বিশেষণই আগামীকাল ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবের জন্য। অবনমনের হাত থেকে রেহাইয়ের একমাত্র দাওয়াই হচ্ছে সরাসরি জয় পাওয়া। হারলে তো কোন কথাই নেই। ড্র করলে হয়তো বা রক্ষা পেয়ে যেতে পারে। তবে সেটা নির্ভর করবে অন্য একটি খেলায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন বনাম এগিয়ে চলো সংঘের ম্যাচের ফলাফলের উপর। সে যাই হোক ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবের ফুটবলাররা জয় ছাড়া বিকল্প কোনও বিষয় নিয়ে ভাবতে রাজি নয়। অন্ততপক্ষে আগামীকাল লীগ পর্যায়ে নিজেদের শেষ ম্যাচটিতে প্রতিপক্ষ রামকৃষ্ণ ক্লাব। ইতোমধ্যে অন্য আরও তিনটি দল ফরোয়ার্ড ক্লাব, লালবাদের ও এগিয়ে চলো সংঘের মতো রামকৃষ্ণ ক্লাবও যথারীতি সুপার লিগে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। এখন হারলেও ক্ষতি নেই, জিতলেও ক্ষতি নেই। তবে সুপার লীগে পৌঁছার আগে লীগ পর্যায়ে প্রথম চারটি দলের তালিকা বিশেষ একটু গুরুত্ব রয়েছে বৈকি। এ পর্যন্ত সাতটি ম্যাচ খেলে দুটিতে জয়ী হওয়ার মত তৃতীয় আরেকটি জয় বীরেন্দ্র শিবিরে ধরা দেয় কিনা তাই এখন দেখার বিষয়। অপরদিকে রামকৃষ্ণ ক্লাব কিন্তু ঐতিহ্যবাহী বীরেন্দ্র ক্লাবকে কিছুতেই হালকা ভাবে দেখতে নারাজ। প্রতিপক্ষ যে দল-ই হোক, জয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই রামকৃষ্ণ ক্লাবের ছেলেরাও আগামীকাল মাঠে অবতীর্ণ হবে বলে খবর রয়েছে।

ফরোয়ার্ডের জয় রুখে দিলেও অবনমণের শঙ্কা কাটেনি টাউনের

ফরোয়ার্ড ক্লাব: ১(ইয়ামি) টাউন ক্লাব: ১(ইমরান)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। প্রথম সারির দল ফরোয়ার্ড ক্লাবকে রুখে দিয়েছে টাউন ক্লাব। প্রথমার্ধের গোলে হেরে যাওয়ার পথে টাউন ক্লাব দ্বিতীয়ার্ধে গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। ড্রতে নিষ্পত্তি ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেলেও টাউন ক্লাব অবনমন থেকে রেহাই নিশ্চিত করতে পারেনি। মূলতঃ অবনমনের খাড়া টাউন ক্লাবের পাশাপাশি বীরেন্দ্র ক্লাব, ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এবং জুয়েলস এসোসিয়েশনকেও তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তবে একেবারে খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে বীরেন্দ্র ক্লাব। চারটি দলেরই আরও একটি করে ম্যাচ রয়েছে প্রথম সারির চারটি দলের বিরুদ্ধে। অঘটন ঘটিয়ে জয় পেলেতো কোনও কথাই নেই। হারলে, কোনদল কত গোলের ব্যবধানে পরাজয় স্বীকার করে, তার ওপর নির্ভর করছে অবনমিত হয়ে কোনদল আগামী বছর বি-ডিভিশনে খেলবে। আজ, শনিবার স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেলে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত টেকনো ইন্ডিয়া চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের ৩১ তম খেলাটি ফরোয়ার্ড ক্লাব বনাম টাউন ক্লাবের মধ্যে ম্যাচ, এক-এক গোলে অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে। প্রথমার্ধে ফরোয়ার্ড ক্লাব ১-০ গোলে এগিয়েছিল। খেলার ৩৫ মিনিটের মাথায় ইয়ামি লংভাইয়ের গোলে ফরোয়ার্ড ক্লাব ১-০তে লিড নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে ফরওয়ার্ডের রক্ষণভাগ কিছুটা হালকা হতেই টাউন ক্লাবের ইমরান হোসেন খেলার ৬৪ মিনিটের মাথায় গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। পরবর্তী সময়ে দুদলের মধ্যে পরস্পর বিরোধী আক্রমণ পরিলক্ষিত হলেও গোলের সুযোগ আর কেউ কাজে লাগাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ১-১ করে পয়েন্ট ভাগ করে নিয়েছে। এদিকে খেলার দুই অর্ধে অসদাচরণের দায়ে রেফারি ফরোয়ার্ড ক্লাবের দুজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি তাপস দেবনাথ, বিশ্বজিৎ দাস, সুকান্ত দত্ত ও শিবজ্যোতি চক্রবর্তী। দিনের খেলা: রামকৃষ্ণ ক্লাব ও বীরেন্দ্র ক্লাব, বিকেল তিনটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

এ-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
ফরোয়ার্ড	৭	৪	৩	০	১৬-৫	১৫
লালবাহাদুর	৬	৪	১	১	১৬-৫	১৩
এগিয়ে চলো	৬	৩	৩	০	৯-২	১২
রামকৃষ্ণ	৭	৩	৩	১	১২-৬	১২
ত্রিবেণী সংঘ	৮	২	২	৪	৭-১২	৮
জুয়েলস	৭	২	১	৪	১৩-১৪	৭
টাউন ক্লাব	৭	২	১	৪	৯-১৩	৭
ফ্রেন্ডস ইউ:	৭	২	০	৫	১১-২০	৬
বীরেন্দ্র ক্লাব	৭	২	০	৫	৬-২২	৬

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। গুণগত শিক্ষা দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে। যেদেশের মানুষ যত বেশী 'নী সেই দেশ ততো বেশী উন্নত। রাজ্য সরকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে শিক্ষক অভিভাবক বৈঠক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। অনুষ্ঠানে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার চায় এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠন করতে। রাজ্য সরকার চাইছে এক ত্রিপুরা-উন্নত ত্রিপুরা গঠন করতে। তিনি বলেন, আজ যারা ছাত্রছাত্রী তারাই ভবিষ্যতে রাজ্য ও দেশকে নেত'ত্ব দেবে। তাই প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা শিক্ষক শিক্ষিকাদের অন্যতম দায়িত্ব। সন্তানদের সঠিক পথ দেখানোর দায়িত্ব তাদের অভিভাবকদেরও। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে শিক্ষক শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, ভাইস চেয়ারপার্সন শঙ্কর দেব, মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রিণা দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সুভাষ দত্ত, শিক্ষা দপ্তরের পশ্চিম জেলা কার্যালয়ের ওএসডি সুদীপ সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপুল আচার্য। সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল উত্তম কুমার দাস। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিগণ বিভিন্ন বিভাগে প্রতিযোগিতায় জয়ী ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

ইসকন মন্দিরে ধুমধামে পালিত রাধা অষ্টমী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর মতো, শ্রী রাধা রানীর জন্মবার্ষিকীও দেশজুড়ে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ রাধা অষ্টমী মহা ধুমধামে আগরতলা ইসকন ইসকন মিশনে পালিত হয়েছে। রাধা ও কৃষ্ণ কে বিভিন্ন অর্ঘ্য দিয়ে স্নান করানো হয় পরবর্তীতে কেক কেটে রাধা অষ্টমী পালন করা হয়েছে।
আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায় , বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অগণিত ভক্তবৃন্দ। আজকের এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য তুলে ধরেন শ্রীদাম গোবিন্দ দাস কো অধ্যক্ষ ইসকন মিশন।
প্রসঙ্গত, রাধা অষ্টমী হচ্ছে কৃষ্ণের সঙ্গিনী রাধার জন্ম তিথি। বিশেষ করে ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে তার জন্মস্থান বারসানায় অত্যন্ত উৎসাহের সাথে দিনটি পালিত হয়।স্কন্দ পুরাণের বিষ্ণু খন্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যোল হাজার গোপী ও গোপিকা ছিলেন। তাদের মধ্যে সর্বেশ্বরী ছিলেন রাধা দেবী।পৌরাণিক ধর্মীয় গ্রন্থ অনুসারে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় শ্রী রাধা ভাদ্রপদ মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর মতো, শ্রী রাধা রানীর জন্মবার্ষিকীও দেশজুড়ে উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয়।

বদরপুরে ড্রাগস সহ গ্রেফতার দুই যুবক

বদরপুর (অসম), ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ড্রাগস কিনতে এসে রেলপুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে দুই যুবক। ঘটনা করিমগঞ্জের বদরপুরের। আজ শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। ধৃত দুই যুবক হাফলং এর বাসিন্দা আটক হওয়া দুই যুবক এন্ডিং লামো এবং লামসং পো বলে জানা গেছে।রেলপুলিশ সূত্র জানা গেছে যে, বদরপুর থানা সংলগ্ন মাদ্রাসার সামনে থেকে ১২ টি কন্টেইনার ভর্তি ড্রাগস ক্রয় রেলপথে হাফলং যাওয়ার জন্য বদরপূর স্টেশনে প্রবেশ করে দুই যুবক। কিন্তু স্টেশনে ঘোরাফেরা করার সময় তাদের দুইজনের গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। এরপর দুইজনকে আটক করে প্রাথমিক ভাবে ব্যাগে তল্লাশিন করলেই উদ্ধার হয় ড্রাগস ভর্তি কন্টেনার গুলি।বদরপুর রেলপুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, ধৃত দুই যুবককে আলাদা ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের সঙ্গে আর কে বা কাহার জড়িত রয়েছে সেই দিকটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে সারা দেশে চলছে বিভিন্ন কর্মসূচি। প্রদেশ বিজেপি ও তার শাখা সংগঠন গুলির পক্ষ থেকে একাধিক সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে আজ রাজধানীর হরিজন কলোনি এলাকায় এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।
এই স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা সহ অন্যান্যরা। এইদিনের শিবির থেকে এলাকার বহু সাধারন মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করে। এক সাক্ষাৎকারে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন , প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন সেবা মূলক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এইদিন স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঃ গ্রাহকদের ভোগান্তি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না ফেডকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে গ্রাহকদের ভোগান্তি কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না ফেডকো। ফেডকোর হাতে বামুটিয়া এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবার দায়িত্বভার তুলে দেওয়ার পর থেকেই বিদ্যুৎ পরিষেবার যন্ত্রণায় মাথার চুল ছেড়া আর কোন পথ দেখছে না ভোক্তারা। এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে গ্রাহকদের প্রশ্ন পয়সা দিয়ে এই যন্ত্রনা ঘরে কিনে আনার কি মানে? বিদ্যুৎ পরিষেবাকে কেন্দ্র করে বামুটিয়া বাসীর মুখে একটাই বক্তব্য 'দিনে ৩২ বার কারেন্ট জায়গা'। বামুটিয়াতে ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সাব স্টেশন হওয়ার আগে ফেডকো আধিকারিকদের দাবি ছিল বামুটিয়াতে পৃথক বিদ্যুৎ সাব স্টেশন হলে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সমস্যা একেবারেই কমে যাবে। বিদ্যুৎ সাবস্টেশন হলো। বিদ্যুৎ চলে যাওয়া বন্ধ না হলেও যারা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন উনারা বামুটিয়ার ফেডকো দপ্তর থেকে অন্যত্র চলে গেছেন। গ্রাহকদের অভিযোগ প্রতিদিন কিছুক্ষণ পর পর বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিচ্ছে। যার ফলে কোন কাজ সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে না। এলাকায় বহু কাজ রয়েছে যে কাজগুলো প্রতিনিয়ত বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা দিলে বেশ সমস্যায় পড়তে হয় উক্ত কাজের সাথে যুক্তদের। রাইস মেইল, প্রিন্টিং শপ, গ্রিলের দোকান, আইসক্রিম ফ্যাক্টরি, ওয়াটার পাম্প, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ব্যবহৃত প্রজেক্টর, চিকিৎসা পরিষেবা এই ধরনের বহু কর্মক্ষেত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বিদ্যুৎ বিভ্রাটকে কেন্দ্র করে। বিশেষ করে কলকলিয়া,তালতলার গান্ধীপাড়া, এই সমস্ত এলাকায় নিয়মিত বিদ্যুতের সমস্যায় নাজেহাল মানুষ। স্থানীয়দের দাবি সরকার বামুটিয়া এলাকার বিদ্যুৎ পরিষেবার হাল ফেরাতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

আগামীকাল আমবাসায় সামাজিক আধিকারিতা শিবির

আমবাসা।। আগামীকাল আমবাসা টাউনহলে সামাজিক আধিকারিতা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল সকাল সাড়ে দশটায় এই শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধলাই জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি অনাদি সরকার, বিধায়ক স্বপা দাস পাল, বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব ও বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ধলাই জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থশিব জয়সবাল ও ধলাই জেলার পুলিশ সুপার অভিনাশ রাই। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন আমবাসা পুর পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর। সামাজিক আধিকারিতা শিবিরে দিব্যাঙ্গজন ও সিনিয়র সিটিজেনদের মধ্যে চলনসামগ্রী বিতরণ করা হবে।

আয়ুষ্মান ভব, বক্সনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৩ সেপ্টেম্বর।। ভারত সরকারের আয়ুষ্মান ভব মাধ্যমে, বক্সনগর সামাজিক গ্রামীণ হাসপাতালে সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য মেলার অঙ্গ হিসেবে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আজ সকাল১১ ঘটিকায় বক্সনগর এলাকার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আগত অসহায় দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসারব্যবস্থা করিয়েছেন বক্সনগর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। ত্রিপুরা রাজ্যের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের দ্বারা গ্রামীন এলাকার মানুষের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য গ্রহণ উদ্যোগ করেন, বক্সনগর হাসপাতালের ইনচার্জ ডাক্তার শ্যাম দেববর্মা। আগরতলা থেকে স্পেশাল ডাক্তার এনে আজকের এই স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবিরে চিকিৎসার ব্যবস্থা উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বয়স্ক নাগরিকরা। আজকের এই মহতী শিবিরে উপস্থিত স্পেসিয়াল ডাক্তার বাবুরা হলেন, ডাক্তার স্বপ্না সিনহা, শিশু বিশেষজ্ঞ। ডাক্তার কিশোর দাস সার্জারি, ডাক্তার শুভ্র নীলয় দাস, এম এস জেনারেল সার্জারি, ডাক্তার দেবাশীষ সাহা দ্রত্ন ্ এবং স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার সুব্রত ভৌমিক মেডিসিন স্পেশালিস্ট, ডাক্তার প্রিয়জুতি চাকমা, সাকোট্রি, ডাক্তার সুকুমার দেববর্মা নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ, ডাক্তার উত্তম ভট্টাচার্য চক্ষু বিশেষজ্ঞ। তাছাড়া রয়েছে এবং আয়ুর্বেদিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার। সকাল১১ টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত ১৫০ রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে, সঙ্গে যৎসামান্য ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোগী জয়নাল আবেদীন বলেন চোখের সমস্যা নিয়ে এসেছি চোখ দেখে ডাক্তারবাবু আমাকে বিনামূল্যে ওষুধ দিয়াছেন। আমি খুব খুশি, হাসপাতালে ডাক্তারের সংখ্যা কম, আরো উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন। সরকারের কাছে আমার দাবী। বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার শুভ্র নিলয় দাস উনার প্রতিক্রিয়া বলেন।

বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দলীয় কর্মীদের প্রকাশ্যেই ক্ষোভ বিক্ষোভে জেরবার বাঁকুড়া জেলা বিজেপি।কখনও দলের সাংসদকে জেলা কার্যালয়ে তালাবন্দী করে বিক্ষোভ তো কোথাও রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। এবার দলীয় নেতাকর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ বাঁকুড়া শহরের রাজপথে।আজ শহরের প্রান কেন্দ্র মাচানতলা মোড়ে বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভে সামিল শতাধিক বিজেপির কর্মী। গত ১২সেপ্টম্বর একদল বিজেপি কর্মী সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকারকে তালাবন্দী করে বিক্ষোভ দেখায়। সেদিনের ঘটনায় দলীয় তরফে সদর থানায় চার কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তারই প্রতিবাদে আজ মাচানতলায় বিক্ষোভ দেখানো হয়।বিজেপি একতা মঞ্চের ব্যানারে এই বিক্ষোভ প্রসঙ্গে অন্যতম অভিযুক্ত কৌশিক সিংহ বলেন আমাদের চারজন কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা হয়েছে। তার প্রতিবাদে আজ দলীয় কর্মীরা বিক্ষোভ দেখায়। এ বিষয়ে জেলা বিজেপির কোনও বক্তব্য মেলেনি।

মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের তরফ থেকে গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ছবি নিজস্ব।

কলকাতায় ফিরলেন মমতা

কলকাতা, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি স)। শনিবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সপারিষদ ফিরলেন কলকাতায়। তাঁর বিমান ৭টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করল।কেমন হল সফর? দেশে ফেরার পর বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, "সফর সফল। বিনিয়োগ আসছে।" তিনি আরও বলেন, "মাদ্রিদ, বার্সেলোনা এবং দুবাইতে আমরা বাণিজ্য সম্মেলন করেছি। ফিকি এবং ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স সবটা আয়োজন করেছিল। এত সফল কর্মসূচি আমি খুব কম দেখেছি।"স্পেনের মাদ্রিদ এবং বার্সেলোনা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই এই তিন শহর ছিল মুখ্যমন্ত্রীর গন্তব্য। তিন শহরেই পূর্বপরিকল্পনা মতো যাবতীয় কর্মসূচি হয়েছে। তিন শহরে হয়েছে তিনটি শিল্প সম্মেলন। তিন শহরেই প্রবাসী বাঙালি তথা ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন মমতা।

মধুপুরে আইন শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৩ সেপ্টেম্বর।। অপরাধ দমনের লক্ষ্যে সচেতনতায় জোর দেয়া হয়েছে। গ্রামের মানুষকে আইনি বিষয়ে সচেতন করার কাজ করছে আইন সেবা কতৃপক্ষ। বিশালগড় মহকুমা আইন সেবা কতৃপক্ষের উদ্যোগে দক্ষিণ মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েত হলঘরে আয়োজিত আইনি সচেতনতা শিবিরে জনপ্রতিনিধি সহ গ্রামের মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। আইনি বিষয়ে আলোচনা করেন আইনজীবী সুমিতা রায়। বিবাহিত মহিলাদের সুরক্ষা আইন সহ বিভিন্ন আইনি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। এছাড়া বাল্য বিবাহ, শিশুশ্রম, নারী পাচার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। গ্রামের মহিলারা বিভিন্ন আইনি বিষয় জানার চেষ্টা করেন। আইনজীবী সুমিতা রায় মহিলাদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে কোন সমস্যা শুরুতে সমাধান করতে হবে। সবাই সুখী দাম্পত্য জীবন চায়। নানা কারণে পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। স্বামী স্ত্রী উভয়ের দায়িত্ব সংসার সুন্দর ভাবে প্রতিপালন করা।

৪ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার জন্য ধৃত ২ পুলিশ কনস্টেবল

জয়পুর, ২৩ সেপ্টেম্বর (হি.স) : চার হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার কারণে দুই কনস্টেবলকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে, জয়পুর পুলিশ কমিশনারেটের পূর্ব জেলার জওহর সার্কেল থানায়। শনিবার অ্যান্টি কোরাপশন ব্যুরো হেডকোয়ার্টার্সের জয়পুর নগর আইভি টিম ঘুষ নেওয়ার জন্য দুই পুলিশ কনস্টেবলকে গ্রেফতার করেছে। জয়পুর পুলিশ কমিশনারেটের পূর্ব জেলার জওহর সার্কেল থানায় নিযুক্ত দুই পুলিশ কনস্টেবলকে গ্রেফতার করেছে অ্যান্টি কোরাপশন ব্যুরো।
অ্যান্টি কোরাপশন ব্যুরোর অতিরিক্ত মহাপরিচালক হেমন্তপ্রিয়দর্শী জানিয়েছেন, অভিযোগকারী ওসিবি জয়পুর নগর আইভি টিমের কাছে অভিযোগ করেন যে থানায় নথিভুক্ত অভিযোগের নিষ্পত্তির পরিবর্তে, কনস্টেবল বেদ প্রকাশ ও লেডি পুলিশ কনস্টেবল সঙ্গীতা পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ চান অভিযোগকারীর কাছ থেকে। তারপর তিনহাজার টাকা প্রথমে ও পরে একহাজার টাকা ঘুষ নেয় দুই অভিযুক্ত কনস্টেবল। এসিবি জয়পুর নগর আইভি টিমের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বলরাম সিং মীনার নেতৃত্বে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করার পর দুজন কনস্টেবলকে গ্রেফতার করা হয়।

আশ্বাস পেয়ে অনশন ভাঙলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতাকর্মীরা

মনির হোসেন,ঢাকা, ২৩ সেপ্টেম্বর।। সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়নসহ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবিতে শুক্রবার সকাল থেকে গণ---অনশন ও গণ---অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতা---কর্মীরা। টানা ৩৪ ঘণ্টা এই কর্মসূচি চলার পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায় থেকে আশ্বাস পেয়ে কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছেন তাঁরা।
শনিবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অনশনস্থলে যান আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান সমন্বয়ক কবির বিন আনোয়ার। সেখানে তিনি ঐক্য পরিষদের নেতাদের অনশন ভাঙতে এবং কর্মসূচি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি বলেন, সবার আগে সংখ্যালঘু কমিশন গঠন করা দরকার, এটি নির্বাচনী ইশতেহারে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এমনটি জানিয়ে তিনি বলেন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন সংখ্যালঘু কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী হওয়া উচিত। এ কারণে আমরা সংখ্যালঘু কমিশন সবার আগে করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। এটি সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে।
সাবেক এই মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, সংখ্যালঘু কমিশন শেষ পর্যায়েই আছে বলা যায়। আর অন্য আইনগুলো (নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে থাকা) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, সংখ্যালঘু কমিশনের মতামত নিয়ে করতে আরও বেশ কিছু সময় লাগতে পারে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, সরকার সজাগ আছে। এই আস্থাটুকু বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর রাখতে হবে। এরপর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত বলেন, কবির বিন আনোয়ারের কাছে আমরা সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি চাই যে আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে আপনি যে কথা দিয়েছেন, এই কথা আপনাদের রাখতে হবে। কারণ, অতীতেও আমাদের অনেকে অনেক কথা দিয়েছে, কিন্তু পরে কেউ কথা মনে রাখে নাই। আমরা ধরে নিচ্ছি, আপনার কথাগুলো বাস্তবায়িত হবে। এটাকে বিবেচনায় নিয়েই আমরা অনশন কর্মসূচির বাদবাকি অবস্থানটা প্রত্যাহার করতে চাই।
রানা দাশগুপ্তর এই বক্তব্যের পর তাঁকে পানি পান করান কবির বিন আনোয়ার। অন্য নেতাদের পানি পান করান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নিমচন্দ্র ভৌমিক। এ সময় সেখানে পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্মল রোজারিও, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথসহ পরিষদের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সকালে অনশন কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে রানা দাশগুপ্তসহ ঐক্য পরিষদের বেশ কয়েকজন অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের মধ্যে রানা দাশগুপ্তসহ সাতজনকে অনশনস্থলে স্যালাইন দেওয়া হয়। আর দুজনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
আওয়ামী লীগের গত নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া অঙ্গীকারের মধ্যে রয়েছে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন গঠন, বৈষম্য বিলোপ আইন প্রণয়ন, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনাধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ, সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জন্য ভূমি কমিশন, অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, দলিত ও চা---শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা ও চাকরিতে বিশেষ কোটা ও সুযোগ---সুবিধার ব্যবস্থা ইত্যাদি।
এসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে গত শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকে গণ---অনশন ও গণ---অবস্থান কর্মসূচি শুরু করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। তাদের কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য দেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতারাসহ নানা শ্রেণি---পেশার মানুষ। গত শুক্রবার সারা দিন ও রাতে শহীদ মিনারে অবস্থান করেন ঐক্য পরিষদের নেতা---কর্মীরা। এই কর্মসূচি রোববার সকাল ছয়টা পর্যন্ত চলার কথা ছিল। তবে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ পর্যায় থেকে ধারাবাহিকভাবে দাবি পূরণের আশ্বাস পেয়ে কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেয় ঐক্য পরিষদ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।